একটি পাক্ষিক সংবাদ বিশ্লেষণমূলক পত্রিকা

বুলেটিন

১০৫তম সংখ্যা ● ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে

- ডা. শফিকুর রহমান

- আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা অত্যাধিক -অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

- প্রচলিত সমাজের ধারা ভেঙে নতুন করে সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে -ডাঃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের

বুলেটিন

৫ম বর্ষ, ১০৫তম সংখ্যা
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রধান সম্পাদক
মতিউর রহমান আকন্দ

নির্বাহী সম্পাদক
এইচ এ লিটন

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সম্পাদকীয়

প্রবাসী কর্মীদের করোনা টেস্ট জটিলতা দূর করুন

বিমানবন্দরে করোনা টেস্ট করে প্রবাসী কর্মীদের কর্মস্থলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়নি এখনও। সরকারের কোনো দফতর নিজে থেকে এ কাজটি করে দেয়নি। বিদেশীরা শর্ত দেয়ার পর কেবল একটি বিমানবন্দরে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে সেটি এখনো চালু করা যায়নি। এ ক্ষেত্রে যে দীর্ঘসূত্রতা চলছে তা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

করোনাভাইরাসজনিত মহামারীর কারণে আমাদের বহু প্রবাসী কর্মী দেশে এসে আটকা পড়েন। তাদের কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। তাই এ জন্য যা যা করণীয় সেসব পদক্ষেপ নেয়ার সরকারেরই কথা। এ জন্যই সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় আছে। প্রবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণের বিষয় দেখভাল করা তাদের দায়িত্ব; কিন্তু সে দায়িত্ব পালিত হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ সেখানে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীদের ফিরে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে টেস্ট করার শর্ত দেয়। যেমন, সংযুক্ত আরব আমিরাত শর্ত দিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে যেতে হলে যাত্রার ৪৮ এবং ৬ ঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টের ভেতরে আরটি-পিসিআর টেস্ট করতে হবে। এই শর্ত দেয়ার পর বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টদের 'হুঁশ' হয়।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত ৬ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে করোনা শনাক্তে পিসিআর পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে নির্দেশ দেন। তারপর প্রায় পুরো মাস চলে গেছে। এর মধ্যে কেবল ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে ল্যাব ও যন্ত্রপাতি বসিয়ে টেস্টের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

বিশ্বের সব বিমানবন্দরেই করোনা টেস্টের ব্যবস্থা আছে। সব দেশের সরকারই নিজেদের উদ্যোগে এ ব্যবস্থা করেছে; কোনো দ্বিতীয় বা তৃতীয় দেশের শর্ত আরোপের অপেক্ষায় থাকেনি। কোনো দেশেই এ ব্যবস্থার অভাবে বিদেশগমনেচ্ছুদের আটকে থাকতে হয়েছে বা প্রবাসী কর্মীদের ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এমন খবর পাওয়া যায়নি। এটা ঘটতে যাচ্ছে কেবল বাংলাদেশে। কারণ অসংখ্য প্রবাসী কর্মী এখনো দেশে আটকে আছেন এবং বিমানবন্দরে করোনা টেস্ট শুরুর জন্য অপেক্ষা করছেন। তাদের অনেকের ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। সময়মতো কর্মস্থলে যোগ দিতে না পারলে তাদের চাকরি খোয়াতে হবে। কিন্তু যে প্রবাসী কর্মীটি সরকারের ব্যর্থতার কারণে কর্মসংস্থান খোয়ালেন তার কী হবে? এর দায়ভারই কে নেবে? এ প্রশ্নের জবাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোরই দেয়ার কথা; কিন্তু দেশে এখন যেন চলছে 'দায়মুক্তির সংস্কৃতি'। অর্থাৎ, কেউ কারো কাছে জবাবদিহি করবে না, কেউ দায় স্বীকার করবে না। কিছু প্রবাসী কর্মী চাকরি খোয়ালে কার কী এসে যায়! অবিলম্বে এ জটিলতার নিরসন হওয়া প্রয়োজন।

কার্যকর ইসি গঠন নিয়ে ধোঁয়াশা গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের বিকল্প নেই

বর্তমান নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই। শুরু হয়েছে কমিশন গঠনের আলোচনা। এর মধ্যে গণমাধ্যমে এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বক্তব্যে নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য আইন প্রণয়নের কথা যেমন বলা হচ্ছে, তেমনি আবার কেউ কেউ বলছেন সকল দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। অনুসন্ধান কমিটি করে নির্বাচন কমিশন গঠন করলে যে কমিশন ভালো হবে না তা একাধিকবার পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে। দেশের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিকদল বিএনপিসহ বিশিষ্টজনরা একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশনের কথা বলছেন। তবে সরকারি দলের বক্তব্যে আগামীতে গঠিত কমিশনের ক্ষেত্রেও গতবারের ধারাবাহিকতার যে পুনরাবৃত্তি ঘটবে সেটি বুঝা যাচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মধ্যে সবাই মিলে কার্যকর ইসি গঠন করতে পারার ব্যাপারটি এখন সোনার পাথরবাটির মতো মনে হয়। কারণ হিসেবে তারা বলছেন, এখন রাজনীতিতে প্রতিহিংসা, খুন, গুম এবং মামলা-হামলা অনেক বেড়েছে। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিরোধী রাজনীতিকরা নিপীড়নমূলক মামলার সেঞ্চুরি নিয়ে আদালতে ঘুরছেন। এমন অবস্থায় সরকারি দলের নেতাদের সঙ্গে মিলেমিশে ইসি গঠন করা হবে এমনটা বিশ্বাস করা কষ্টকর। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রকৃতপক্ষে যদি কার্যকর নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হয়, সে ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করে ক্ষমতাসীন দলের যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সাংবিধানিক আইন প্রণয়নের বিকল্প নেই। দেশে আর পাঁচ মাস পর নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা। পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে নতুন নির্বাচন কমিশন। ফলে পরবর্তী কমিশন কিভাবে গঠন করা হবে, কারা থাকতে পারেন তা নিয়ে আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। ২০২২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষ হবে। ২০১৭ সালে সার্চ কমিটি গঠনের মাধ্যমে এই কমিশন গঠন করা হয়েছিল। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির আগেই নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারদের নাম চূড়ান্ত করতে হবে। জানা গেছে, এবারও রাষ্ট্রপতি সংবিধান এবং আইনের আলোকে সার্চ কমিটির মাধ্যমে তাদের নিয়োগ দিবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুইবার সব পক্ষের সাথে আলোচনা করে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। এর বাইরে আরো দুইবার রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচন কমিশন গঠন নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু সেই আলোচনায় কমিশন গঠনে সব দল একমত হতে পারেনি। কারণ সেখানে শুধু সরকারি দল ও তাদের মিত্রদের আগ্রহকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। সরকারের সূত্রগুলো বলছে, এবারও সার্চ কমিটির মাধ্যমেই কমিশন গঠন করা হবে। সার্চ কমিটিতে সবার নাম দেয়ার সুযোগ থাকবে। কমিটি যাদের নাম সুপারিশ করবে তাদের মধ্য থেকেই রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ দেবেন। এটা সাংবিধানিক নিয়োগ। তারা পদত্যাগ না করলে তাদের অপসারণের সাধারণ কেনো বিধান নেই। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেন এবং তারা সংবিধান ও আইনের অধীনে স্বাধীনভাবে কাজ করার বিধান। তবে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়োগ দিতে হয়।

দেশে স্বাভাবিক নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে স্বাভাবিক নির্বাচন বলতে বুঝানো হয়েছে অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনকে-সে নির্বাচন জাতীয় বা স্থানীয় যে পর্যায়েরই হোক। শাসক দল ছাড়া অন্যসব রাজনৈতিক দল, সুশীলসমাজসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে মোটামুটি একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে গত ৪ সেপ্টেম্বর সিলেট-৩ উপনির্বাচনে স্বল্পসংখ্যক ভোটারের উপস্থিতির প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি ও মাঠের বিরোধী কয়েকজন সদস্যের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিল-২০২১-এর ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তারা বলেছেন, নির্বাচনব্যবস্থার

প্রতি মানুষের আস্থা কমে গেছে। তারা আরও প্রশ্ন তুলেছেন, ভোটাররা যদি ভোটকেন্দ্রে না যান, তাহলে নির্বাচন কমিশন (ইসি) দিয়ে কী হবে? এর আগে জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিক দল ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি বলেছিলেন, নির্বাচন নিয়ে মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। উপজেলা নির্বাচনেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মসজিদে ঘোষণা দিয়েও ভোটারদের আনা যায় না। এটি শুধু নির্বাচন নয়, গণতন্ত্রের জন্যও বিপজ্জনক। দেশের মানুষ কেন নির্বাচনবিমুখ হয়ে পড়েছে এবং এ বিপজ্জনক অবস্থা থেকে উত্তরণে একটি গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের কোনো বিকল্প নেই। স্বাধীনতার প্রথম দুদশকে ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়নি। এসব নির্বাচনে দলীয় সরকারগুলো তাদের বিজয় নিশ্চিত করতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ব্যবহার করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব নির্বাচনে ইসির ভূমিকা ছিল গৌণ, মুখ্য হয়ে উঠেছিল দলীয় সরকারের ভূমিকা। এসব নির্বাচনের ফল ছিল এক অর্থে পূর্বনির্ধারিত। ফলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তা কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। মানুষ নির্বাচনের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় নির্বাচন এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ (জুন), ২০০১ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হওয়ায় তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সবাই অংশ নিলেও এটি নিয়ে দেশে বিদেশে সমালোচনার ঝড় উঠে।

নির্বাচনের ওপর ভোটারদের ফিরে পাওয়া বিশ্বাস বেশিদিন স্থায়িত্ব পায়নি। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত নবম জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকার ২০১১ সালের জুনে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে বিএনপির শাসনামলে প্রবর্তিত নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান করে। উল্লেখ্য, জাতীয় নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালুর দাবিতে ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সময়কালে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের দুর্বার আন্দোলন ও জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের মার্চে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালু করে। জাতীয় নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনে দাবি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট এবং সমমনা আটটি দল ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় নির্বাচন বর্জন করে। এতে ওই নির্বাচন অনেকটা একদলীয় রূপ নেয়। এ নির্বাচনে জাতীয় সংসদের মোট ৩০০ আসনের ১৫৪টিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তাদের গুটিকয়েক সহযোগী দলের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়ার ফলে দেশের মোট ৯ কোটি ১৯ লাখ ৬৫ হাজার ৯৭৭ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দেওয়ার সুযোগ পান মাত্র ৪ কোটি ৩৯ লাখ ৩৮ হাজার ৯৩৮ জন। অন্যরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার নেমে আসে ৪০ শতাংশে। এতে গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত একাদশ সাধারণ নির্বাচনে নজিরবিহীন অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এসব অভিযোগের মধ্যে রয়েছে-নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্ধারিত দিনের আগের রাতে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের ব্যালট বাক্সে ভোট প্রদান। অভিযোগ রয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ও ভোটগ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় এসব ঘটেছে। ভোট প্রয়োগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন দেশের জনগণ। নির্বাচন কমিশন এসব অনিয়ম নিরসনে ব্যবস্থা না নিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, যদিও পরবর্তীকালে ২০১৯ সালের ৮ মার্চ রাজধানীর এক অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ওই নির্বাচনে অনিয়ম নিয়ন্ত্রণে অপারগতা স্বীকার করতে দেখা যায়। ওই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, রাতে ব্যালট বাক্স ভর্তির জন্য কারা দায়ী, কাদের কী করা প্রয়োজন, সে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা, যোগ্যতা কমিশনের নেই। কী কারণে, কাদের কারণে এগুলো হচ্ছে, কারা দায়ী তা বলারও সুযোগ নেই। একাদশ সাধারণ নির্বাচনে নজিরবিহীন অনিয়মে গণতন্ত্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নজিরবিহীন অনিয়মের অভিযোগ তুলে অন্যতম বিরোধী দল বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট, আট দলীয় বাম গণতান্ত্রিক জোট এবং আরও কয়েকটি বিরোধী দল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। একাদশ জাতীয় নির্বাচনের পরপরই অর্থাৎ ২০১৯ সালের শুরুতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি) মেয়রের শূন্যপদে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল মাত্র ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ। একই বছরের ১০ মার্চ থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত পাঁচ ধাপে অনুষ্ঠিত পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে গড়ে ভোট পড়ে ৩৯ দশমিক ৪২ শতাংশ। কিছুদিন পর বিএনপি উপনির্বাচনসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ শুরু করলেও বর্তমান ইসি নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠানে যোগ্য নয় এমন যুক্তিতে তারা পুনরায় এসব নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের ওই সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত বহাল আছে।

এখন প্রশ্ন হলো-ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনতে কী করা দরকার? এ বিষয়ে সাবেক সচিব আবদুল লতিফ মন্ডল বলেন, সবার আগে নির্বাচনব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ফেরাতে হবে। এজন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, জাতীয় নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। নির্বাচন পরিচালনাকারী মাঠ প্রশাসনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত করতে হবে। দলবাজ কর্মকর্তাদের নির্বাচনের সব কাজ থেকে দূরে রাখতে হবে। সবশেষে একটি শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করা। যারা নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহার করে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে।

নিঃস্ব হয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষ

ধনী-গরীবের আয় বৈষম্য প্রকট

করোনার দীর্ঘায়িত প্রভাবে ক্রমেই নিঃস্ব হয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষ। আয় কমে যাচ্ছে। জীবন রক্ষার তাগিদে জীবিকা হারাচ্ছে তারা। দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে দুবেলা খেয়ে-পরে থাকাই কষ্টকর হচ্ছে। এরপরও সরকারের প্রণোদনার টাকার সিংহভাগই পেয়েছে ধনীরা। ধনীক শ্রেণির কাছে ব্যাংকের হাজার কোটি টাকা আটকে থাকার পরও সুবিধা তারাই বেশি পেয়েছেন। বছরের পর বছর নানা 'ছুতো'য় ঋণের টাকা পরিশোধের সময় বাড়ানো হয়েছে। ব্যাংক সুদ কমিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, কোনো কোনো ব্যাংকও করোনাকালে সরকারপ্রদত্ত সুবিধাদি নিয়ে নিজেদের ভিত মজবুত করেছে। শুধু ব্যাংকের টাকাই নয়, এই অতিমারিতে ব্যবসায় উচ্চ মুনাফা লুটে নিয়েছে ধনিক শ্রেণি। অতিমারিকালে জরুরি পণ্যসেবার ব্যবসায়ও ধনীরা উচ্চ মুনাফা করেছে। হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিংবা ভাইরাসের টিকা, হাসপাতাল সেবা কিংবা জরুরি ওষুধপত্র সব ক্ষেত্রেই তারা লাভবান হয়েছে। পণ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতা রুখে কৃত্রিম সংকট তৈরি করলেও আতঙ্কগ্রস্ত অসহায় সাধারণ মানুষের করার কিছুই ছিল না। এতে করে ধনীরা হয়েছে আরও ধনী। গরীবরা হয়েছে আরও গরীব। ফলে দেশে ধনী-গরীবের বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, করোনার প্রাদুর্ভাব শুরুর আগে গত বছরের মার্চ পর্যন্ত দেশে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক কোটিপতি আমানতকারীর হিসাব সংখ্যা ছিল ৮২ হাজার ৬২৫ জন। চলতি বছরের মার্চ শেষে তা বেড়ে হয়েছে ৯৪ হাজার ২৭২ জন। ফলে করোনার এক বছরে দেশে নতুন কোটিপতি আমানতকারী বেড়েছে ১১ হাজার ৬৪৭ জন। অপরদিকে মহামারির আঘাতে দেশে নতুন করে ২ কোটি ৪৫ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়েছে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ও ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) জরিপে এসব কথা বলা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, অতি ধনীদের তাদের হাতে এখন দেশের মোট আয়ের ৩৭.৮০ শতাংশ, যা লকডাউনের আগে ছিল ২৭.৮২ শতাংশ। এই কোভিড-১৯-এর লকডাউন আয় বৈষম্যও বাড়িয়েছে। যা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ দারিদ্র্যের মানচিত্রে দেখা গেছে, বিভাগ ভিত্তিক সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষের বাস রংপুরে। এই বিভাগের ৪৭ ভাগ মানুষ দরিদ্র এবং বিভাগের অর্ধেকের বেশি অঞ্চলের মানুষ উচ্চ দরিদ্র রেখায় অবস্থান করছে। একটি দেশের অভ্যন্তরে স্থানিক বিন্যাসের ভিত্তিতে দারিদ্র্য ও বৈষম্যের বিশদ অবস্থা প্রাক্কলনের পদ্ধতিকে দারিদ্র্য মানচিত্র বলে। উপজেলা ভিত্তিক দারিদ্র্যের হার বিশ্লেষণ করে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দারিদ্র্য হার গ্রুপে অবস্থানকারী উপজেলার সংখ্যায় বৈষম্য সবচেয়ে বেশি দেখা যায় চট্টগ্রাম বিভাগে। এই বিভাগে যেমন অতি নিম্ন দারিদ্র্য হারের উপজেলা রয়েছে তেমনি অতি উচ্চ দরিদ্রপ্রবণ অঞ্চলও রয়েছে। বিশেষকরে

পাহাড়ি অঞ্চলে দরিদ্র হার অনেক বেশি হওয়ায় আঞ্চলিক বৈষম্যও বেশি চট্টগ্রাম বিভাগে।

দেশের সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য দিয়ে জেলা ভিত্তিক দারিদ্র্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হলেও এবার দারিদ্র্যের মানচিত্রে উপজেলা, থানা ভিত্তিক দারিদ্র্যের তথ্য উঠে এসেছে। দেশের আঞ্চলিক বৈষম্য কোথায় কতটা প্রকট সে চিত্র উঠে এসেছে। দারিদ্র্যের মানচিত্রে গ্রুপ ভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এতে ১২ শতাংশের নিচে হলে অতি নিম্ন দারিদ্র্য হার, ১২ থেকে ২০ শতাংশ হলে নিম্ন দারিদ্র্য, ২০ থেকে ২৯ দশমিক ৩৬ হলে মধ্য দারিদ্র্য, এর ওপরে ৩৯ দশমিক ৬৬ পর্যন্ত উচ্চ দারিদ্র্য অঞ্চল এবং ৩৯ দশমিক ৬৬ শতাংশে ওপরে অবস্থান করছে এমন অঞ্চলকে অতি উচ্চ দারিদ্রের অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিভাগ ভিত্তিক দারিদ্র্যপ্রবণ উপজেলা ও থানা বিশ্লেষণ করে দেখা ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে কম দরিদ্র গুলশান থানায় (০.৪ শতাংশ), সবচেয়ে বেশি দরিদ্র কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে (৬১.২ শতাংশ)। বরিশাল বিভাগে সবচেয়ে কম ভোলার দৌলতখানে (১২.২ শতাংশ), সবচেয়ে বেশি পটুয়াখালীর দশমিনায় (৫২.৮ শতাংশ)। চট্টগ্রাম বিভাগে সবচেয়ে কম চট্টগ্রাম বন্দর থানায় (১.৫ শতাংশ), সবচেয়ে বেশি বান্দরবানের থানচিতে (৭৭.৮ শতাংশ)। খুলনা বিভাগে সবচেয়ে কম চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় (৭.৯ শতাংশ) এবং সবচেয়ে বেশি মাগুরার মোহাম্মদপুরে (৬২.৪ শতাংশ)।

ময়মনসিংহ বিভাগে সবচেয়ে কম দরিদ্র ভালুকায় (১৫.৫ শতাংশ) সবচেয়ে বেশি জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে (৬৩.২ শতাংশ)। রাজশাহী বিভাগে সবচেয়ে কম দরিদ্র বোয়ালিয়া থানায় (৯.০ শতাংশ) এবং সবচেয়ে বেশি নওগাঁর পোরশাতে (৪৮.৭ শতাংশ)। রংপুর বিভাগে সবচেয়ে কম দরিদ্র পঞ্চগড়ের অটোয়ারীতে (৯.৩ শতাংশ) সবচেয়ে বেশি কুড়িগ্রামের চর রাজিবপুরে (৭৯.৮ শতাংশ)। সিলেট বিভাগের সবচেয়ে কম দরিদ্র বিশ্বনাথে (১০.৪ শতাংশ) সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষের অবস্থান সুনামগঞ্জের শাল্লায় (৬০.৯ শতাংশ)।

তবে এ প্রতিবেদনের কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। দারিদ্র্য মানচিত্রে খানার আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ এবং আদমশুমারি ২০১১-এর ইউনিট পর্যায়ের উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। শুমারি ও জরিপের সময়ের ব্যবধান ছিলো পাঁচ বছর। ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশে যথেষ্ট অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। সেই সঙ্গে ভোগের ধরনও পরিবর্তন হয়েছে। পরিবারের আকার ছোট হয়ে এসেছে। খাদ্য বহির্ভূত ব্যয় খাদ্য ব্যয়কে ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া পূর্বের তুলনায় বৈষম্য বেড়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, করোনার প্রভাবে অন্য দেশের ধনীদের মতো বাংলাদেশের ধনীরাও আরও ধনী হয়েছে। গরীবেরা আরও গরিব হয়েছে। অন্যান্য দেশে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাইকে প্রণোদনা সুবিধার আওতায় আনা হলেও বাংলাদেশে তা হয়নি। ক্রেতার ক্রয়সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শুধু উৎপাদকদের সুবিধা দিলে হবে না, ক্রেতার পকেটেও টাকা থাকতে হবে। তাহলেই সে পণ্য কিনবে। উৎপাদকের পণ্য উৎপাদন করলেই হবে না, ক্রেতারা না কিনলে উৎপাদক বড় ঝুঁকিতে পড়ে যায়। সে বিষয়টি আমাদের এখানে গুরুত্ব পায়নি। ফলে বৈষম্য আরো প্রকট হয়েছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনার কারণে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, মানুষের আয় কমেছে। ফলে দারিদ্র্যের হারও বেড়ে গেছে। সিপিডির মতে, করোনার কারণে গিনি সহগে (অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক যা কোন দেশের আয় বা সম্পদের বণ্টনের অসমতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।) ভোগের বৈষম্য বেড়ে দশমিক ৩৫ পয়েন্ট হয়েছে। ২০১৬ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে এটি ছিল দশমিক ৩২ পয়েন্ট। একইভাবে আয়ের বৈষম্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশমিক ৫২ পয়েন্ট। ২০১৬ সালের হিসাবে এটি ছিল দশমিক ৪৮ পয়েন্ট। সাধারণত গিনি সহগে আয়ের বৈষম্য দশমিক ৫০ পয়েন্ট পেরোলেই উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশ হিসেবে ধরা হয়।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান সানেমের করা এক জরিপে বলা হয়েছে, করোনার প্রভাবে দেশে সার্বিক দারিদ্র্যের হার (আপার পোভার্টি রেট) বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৪২ শতাংশ। দেশব্যাপী খানা পর্যায়ের জরিপ করে গত জানুয়ারির শেষ দিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমনটি দাবি করা হয়েছে। জরিপের আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো, ২০২০ সালে দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে রেমিট্যান্স বা প্রবাসীয় আয়ের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হলেও ব্যক্তি পর্যায়ে তা বরং কমে গেছে। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, করোনার প্রভাবে দারিদ্র্যের কারণে মানুষ খাদ্যবহির্ভূত ব্যয় কমিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি অনেকে সঞ্চয় ভেঙে খেয়েছেন, ঋণ নিয়েছেন, খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনেছেন।

বিশ্বব্যাংক বলছে, ধনী ব্যক্তিরা তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারলেও বিপাকে পড়েছে নিম্ন আয়ের সাধারণ জনগোষ্ঠী। আয় কমে যাওয়ায় নতুন করে দরিদ্র হয়ে পড়ছে স্বল্প আয়ের মানুষ। করোনার ই ধাক্কার সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প, অসংগঠিত খাতে। কিন্তু বড় পুঁজিপতিরা নতুন করে লাভবান হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের বাজেটও আঞ্চলিক বৈষম্য বাড়াচ্ছে। বাজেটে প্রান্তিক মানুষের জীবিকা নির্বাহ ও জীবনমান উন্নয়নের দিকনির্দেশনা অনুপস্থিত। দেশের সব ক্ষেত্রে একই রকম উন্নতি হচ্ছে না। বাজেট বরাদ্দ বাড়লেও দুর্নীতি ও সুশাসনের অভাবে সঠিকভাবে এর বাস্তবায়ন হচ্ছে না। গত অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নের চিত্রও হতাশাজনক। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়েনি। আবার গত এক দশকে যে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রায় স্থবির হয়ে আছে, তার বড় কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় সহায়ক পরিবেশের ঘাটতি। ফলে প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী সব দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণও অনেক কম। একীভূত উন্নয়নের ফলে অন্য শহরগুলোতে জীবিকা, অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ জীবনমান হারাচ্ছে। অথচ সমগ্র বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রয়োজন। আঞ্চলিক বৈষম্য কমাতে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিনিয়োগ সুবিধা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা জরুরি।

ব্যবসায় জটিল প্রক্রিয়া

বিদেশী বিনিয়োগ ধরে রাখতে পারছে না বাংলাদেশ

বর্তমান সরকার ২০৪১ সালকে মাথায় রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত, যেখানে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ আসবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো নানাভাবে বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর মাধ্যমে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়বে এবং সেই সঙ্গে বাড়বে কর্মসংস্থান। পাশাপাশি রপ্তানি আয়ের দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এসব অর্থনৈতিক সফলতা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের ওপর। বিগত দিনে বিদেশী কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহও প্রকাশ করে। কিন্তু ব্যবসার জটিল প্রক্রিয়ার কারণে বিদেশী বিনিয়োগ ধরে রাখতে পারছে না বাংলাদেশ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিদেশী বিনিয়োগ বাংলাদেশের কাছে এখনো নিছক বিদেশী মুদ্রার উৎস। এই মনোভাব দিয়ে এখন আর চলবে না। বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থা ও মূল্যশৃঙ্খলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে। বাণিজ্যকেন্দ্রিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হচ্ছে এফডিআই, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও বৈশ্বিক মূল্যশৃঙ্খলে অংশগ্রহণ। একইসাথে বিশ্বের অন্যমত বৃহৎ ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি স্যামসাং দেশে বিনিয়োগ করতে এসে ফিরে গেল? কেন কোরিয়ান কোম্পানি ইয়াংওয়ানও বছরের পর

বছর অপেক্ষা করে ইপিজেড স্থাপনে জায়গা বুঝে পায়নি? এ দুই ঘটনায় স্পষ্ট, তাহলে কী কারণে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারছে না এ সবের উত্তর খুঁজে বের করার পরামর্শ দেন তারা। এদিকে দেশের শেয়ারবাজারকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে বিদেশীদের কাছ থেকে বিনিয়োগ আনতে বিভিন্ন দেশে 'রোড শো' আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এরই ধারবাহিকতায় গত ফেব্রুয়ারিতে দুবাই এবং জুলাই মাসে আমেরিকা 'রোড শো' করেছে। বর্তমানে 'রোড শো' চলছে সুইজারল্যান্ডে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া চলমানের মধ্যে বিনিয়োগ করার পরিবর্তে বিদেশীরা উল্টো তাদের বিদ্যমান বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদেশীরা বাংলাদেশের শেয়ারবাজার থেকে ১ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অথচ আগের অর্থবছরে তাদের নিট বিনিয়োগ ছিল ২ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা। এদিকে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদেশীদের লেনদেনের পরিমাণও কমে গেছে। তারা গত অর্থবছরে ৮ হাজার ৪৩২ কোটি টাকা লেনদেন করেছে। যার পরিমাণ এর আগের অর্থবছরে ছিল ৯ হাজার ৬৬৩ কোটি টাকা।

কয়েক বছর আগে থেকে বিদেশী বিনিয়োগের প্রবাহ বাড়তে শুরু করলেও করোনা মহামারি সে গতিকে থামিয়ে দিয়েছে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য মোটেই ভালো সংবাদ নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, করোনা ভাইরাসের কারণে ২০২০ সালে বিদেশী বিনিয়োগের প্রবাহ ১০.৮০ শতাংশ কমে গেছে। আইএলওর তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের প্রথম ছয় মাসে 'গ্রিন ফিল্ড' বিদেশী বিনিয়োগ কমে গেছে ৮৪ শতাংশ। অথচ ২০১৮ সালে বিদেশী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে পুঁজি এনেছিল ৩৫০ কোটি ডলারের বেশি। ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া হলো বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনীতি। বিশেষ করে, তৈরি পোশাকের বাজারের ক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি দুঃসংবাদ আছে। পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গেছে ভিয়েতনাম। বিশ্বে পোশাক রফতানিতে একক দেশ হিসেবে দ্বিতীয় অবস্থান এখন ভিয়েতনামের। আর বাংলাদেশ নেমে গেছে তৃতীয় অবস্থানে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিসটিকস রিভিউ ২০২১ প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, ২০২০ সালে ভিয়েতনাম ২ হাজার ৯০০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। আর বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ২ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের পোশাক। অথচ তার আগের বছর বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল ৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার। তখন ভিয়েতনামের রপ্তানি ছিল ৩ হাজার ১০০ কোটি ডলার। করোনা ভাইরাস দেখা দেয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের অনেক প্ল্যান্ট ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় স্থানান্তর হয়েছে। কারণ, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য দ্রুত গতিতে বিভিন্ন পলিসি বা নীতিমালার সংস্কার করেছে। এ ধরনের 'রিলোকেশন সুবিধা' বাংলাদেশ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। কেন ব্যর্থ হয়েছে তার অনেক কারণ আছে। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের তুলনায় ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, পাকিস্তান ও ভারতে করপোরেট ট্যাক্স অনেক কম।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলো, ২০২০ সালের বিশ্বব্যাংকের দেওয়া প্রতিবেদন অনুযায়ী 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' সূচকে ১৯০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হয়েছে ১৬৮তম। হতবাক হবার বিষয় ২০১০ সালে আমাদের র‍্যাংকিং ছিল ১১৯ নাম্বারে। তারমানে এই ১১ বছরে বাংলাদেশ অনেক নিচে নেমে গিয়েছি। ২০২০-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' সূচকে ভারত ৬৩তম, ভিয়েতনাম ৭০তম, ইন্দোনেশিয়া ৭৩তম, ভুটান ৮৯তম, নেপাল ৯৪তম, শ্রীলঙ্কা ৯৯তম, পাকিস্তান ১০৮তম, মালদ্বীপ ১৪৭তম। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনীতিগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্নে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে নতুন একজন উদ্যোক্তার বৈদ্যুতিক সংযোগ নিতে সময় লাগে ১৫০ দিন সেখানে ভিয়েতনামে সময় লাগে ৩১ দিন, সিঙ্গাপুরে ৩০ দিন, মালেশিয়ায় ২৪ দিন, ভারতে ৫৫ দিন। এছাড়াও, 'ট্রেড লজিস্টিক পারফরমেন্স'-এর দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে।

বিনিয়োগ আকর্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ এবং নিরাপত্তাসহ অন্যান্য সুবিধা ও নীতির কারণেই ভিয়েতনাম রপ্তানি বাণিজ্যে 'বিস্ময়কর' সাফল্য পেয়েছে। বিদেশী বিনিয়োগ টানতে বাংলাদেশের 'দূরদর্শী অর্থনৈতিক কূটনীতি' জোরদার করতে হবে। জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে সারা বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ ব্যাপক হারে বাড়াতে হবে। সময়মত বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ না করায় বাংলাদেশ এক্ষেত্রে ভিয়েতনামের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে। এই সময়ের সরকারগুলোর কাছে বার বার সুযোগ এলেও দক্ষতা, বিচক্ষণতা এবং অনেক ক্ষেত্রে সুশাসনের অভাবে সেসব সুযোগ কাজ লাগাতে পারেনি।

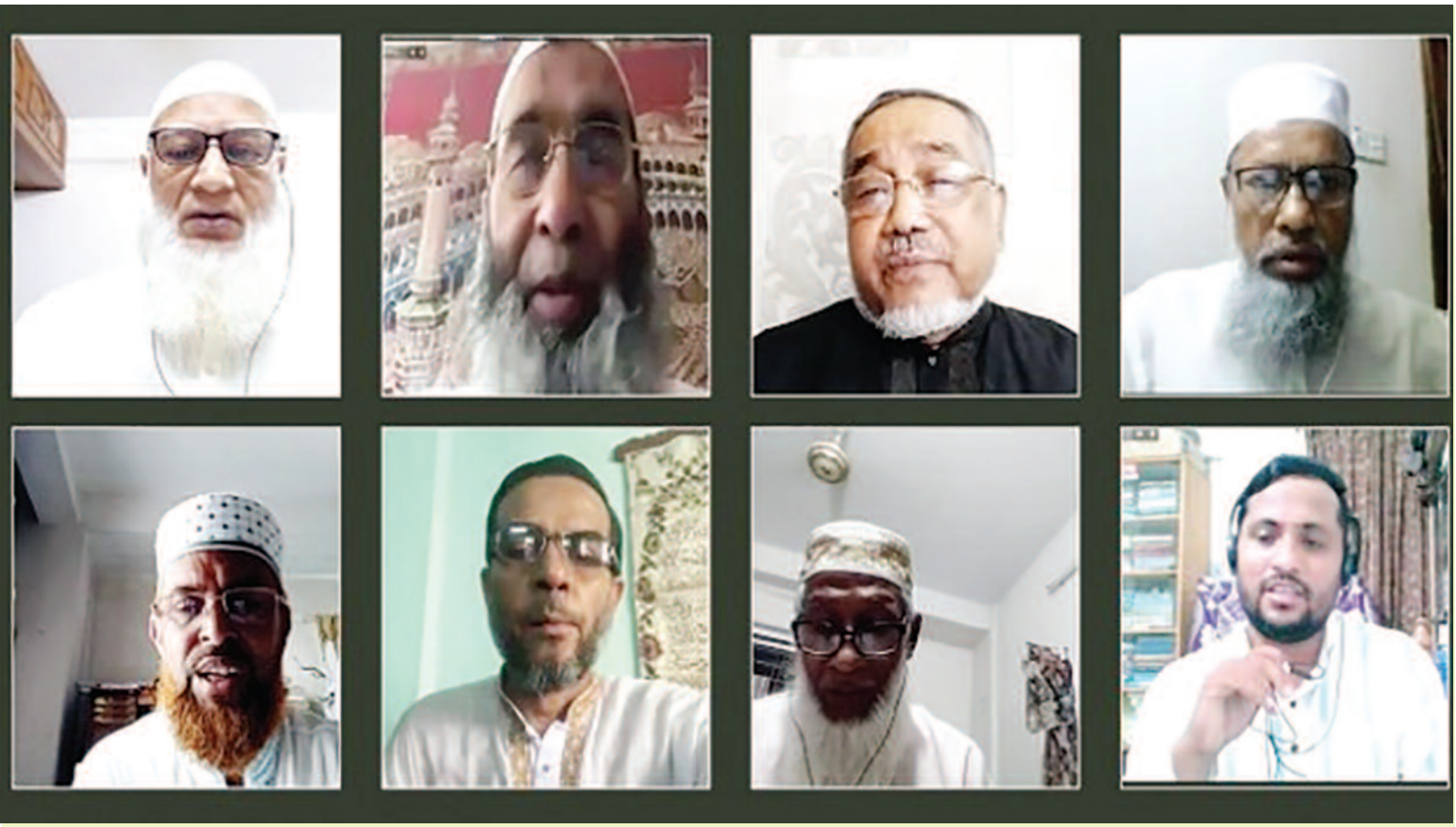

জাতীয়

জেলা ও মহানগরী কার্যনির্বাহী সদস্যদের শিক্ষাশিবির

শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে

- ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, শ্রমিকের রক্ত ঘামে দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরলেও শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। স্বাধীনতার পঞ্চাশটি বছর অতিক্রম করলেও দেশে সুষ্ঠু শ্রমনীতি প্রণিত হয়নি। তাই আজও শ্রমজীবী মানুষরা সমাজ ও রাষ্ট্রে অবহেলিত থেকে গেছে। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে অনেক শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা হলেও তারা কেউ শ্রমিকের সত্যিকারের কল্যাণার্থে কাজ করছে না। এমতাবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। তাই শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ইসলামের পতাকাবাহী সংগঠন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ শনিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত জেলা ও মহানগরীসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী শিক্ষাশিবিরের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা

সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, মাওলানা এটিএম মাছুম, মাওলানা এইচ এম আব্দুল হালিম, এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রাব্বানী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, মুজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমানসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, শ্রমজীবী মানুষের অঙ্গন বহুমুখি সমস্যায় জর্জরিত। এই সমস্যা সমাধানে তিনটি পক্ষের সমন্বয় প্রয়োজন। এই তিনটি পক্ষ হলো উদ্যোক্তা বা মালিক পক্ষ, যারা শ্রম বিনিয়োগ করেন সেই শ্রমিক পক্ষ এবং যারা উদ্যোক্তা ও শ্রমিকের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করেন সেই ভোক্তা পক্ষ। এই তিনটি পক্ষের কেউ যদি কারো বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গুলো আর এগিয়ে যাবে না। এই বৃহত্তর ময়দান পিছিয়ে যাবে। ক্রমাগত সংঘাত, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের দিকে যাবে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শুধু শ্রমিকদের সংগঠন না। বরং এটি শ্রমিক মালিক ও ভোক্তাদের কল্যাণে কাজ করে যাওয়া এক অনন্য সংগঠন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন যেমনিভাবে শ্রমিকদের মনে করিয়ে দেয় সততা ও জিম্মাদারির সাথে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে। আল্লাহর দেওয়া মেধা ও শক্তি নিয়ে মালিকের পাশে দাঁড়াতে, আন্তরিকতার সাথে তার কর্তব্য সম্পন্ন করতে । তেমনিভাবে মালিকপক্ষকে স্মরণ করে দেয় শ্রমিকদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে। কলকারাখানায় শ্রম বান্ধব পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। যথাসময়ে শ্রমিকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দিতে। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য বাসস্থান ও স্বাস্থ্যসেবাসহ নিত্য প্রয়োজন পূরণ করতে মালিক পক্ষের প্রতি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আহ্বান জানায়। উপরিউক্ত বিষয়গুলি যদি মালিক পক্ষ পূরণ করতে পারে তাহলে মালিক শ্রমিক এক পরিবারের অংশ হয়ে যাবে। মালিক শ্রমিকের ঐক্যের মাধ্যমে কারখানার উন্নতি সাধিত হবে। পণ্যের মান বৃদ্ধি পাবে। আর পণ্যের মান বৃদ্ধি পেলে ভোক্তাও মালিকের উদ্যোগ ও শ্রমিকের শ্রম উচ্চমূল্যে ক্রয় করবে। তিনি আরো বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে তিন পক্ষের মধ্যে সাধন করতে হবে। কারো সাথে কারো সংঘাত সৃষ্টি করা যাবে না। বরঞ্চ পরস্পরকে পরস্পরের সম্পূরক বানাতে হবে। সত্যিকারের কল্যাণ করতে এই পথে হাঁটতে হবে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত শ্রমজীবী মানুষদের পুঁজি করে একদল মানুষ নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে। অনেক সংগঠন শ্রমিকদের রক্ত বিক্রি করে শ্রমজীবী মানুষদের ধোঁকা দিয়েছে। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেনশনের নেতাকর্মীরা নিঃস্বার্থভাবে শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি দেশের মুক্তিকামী মানুষের জনপ্রিয় নেতা ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য। তার মত সজ্জন ব্যক্তি সরকারের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও অমানবিক আচরণের শিকার। তিনি ডায়বেটিস ও উচ্চরক্তচাপসহ নানামুখী রোগে আক্রান্ত। আমি তাকে আশু মুক্তি দিতে সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আ ন ম শামসুল ইসলামসহ তার সঙ্গীদের কারাভোগ এদেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের মুক্তির উছিলা হোক।

ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে

- ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত করতে শপথের কর্মীদের পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে এসেই ঈমানের দাবি পূরণের জন্য হযরত ইব্রাহিম (আ.)) এর উত্তরসূরি হিসেবে ময়দানে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে। সুতরাং, শপথের আলোকে তাঁকওয়ার ভিত্তিতে ব্যক্তি জীবন গঠন করে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে ময়দানে সম্মিলিত ভূমিকা রাখতে পারলে বাংলাদেশে কোন শক্তিই ইসলামের বিজয় ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ্।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১শুক্রবার, সিরাজগঞ্জ জেলা জামায়াত আয়োজিত ষান্মাসিক সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য, সিরাজগঞ্জ জেলা আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা শাহীনূর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল রুকন সম্মেলনে প্রায় ৯ শতাধিক পুরুষ ও নারী রুকনগণ অংশগ্রহণ করেন। রুকন সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিল কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, মাওলানা আব্দুল হালিম। সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন; কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ড. মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী, বগুড়া অঞ্চল টিম সদস্য মাওলানা আব্দুর রহিম ও সিরাজগঞ্জ জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক মাওলানা জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ। প্রধান অতিথি, আমীরে জামায়াত বলেন; অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সৈনিক হয়ে দাঁড়িয়ে জালিম, অপশক্তি ও বাতিলের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় শপথের কর্মীদের ময়দানে ভূমিকা রাখতে হবে।

তিনি, একটি সুখী সমৃদ্ধ ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি রুকন জনশক্তিকে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর উত্তরসূরি হিসেবে জালিমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার উদাত্ত আহ্বান জানান। মাওলানা আব্দুল হালিম বলেন, যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে

বিশেষভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। তাই নিজেদের শপথের ব্যাপারে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, যুগে যুগে সকল নবী ও রাসূলগণ তাদের দায়িত্ব ও দ্বীনের পথে এ ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। তিনি, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল রুকনদের ইসলামী আন্দোলনের পথে নবী ও রাসূলগণের সে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে রক্তঝরা এই ময়দানে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। সম্মেলনের সভাপতি, জেলা আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা শাহীনূর আলম, সম্মেলন সফল করতে যারা অক্লান্ত ভূমিকা পালন করেছেন, তাদেরসহ উপস্থিত সকল রুকন দায়িত্বশীলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শাখার কাজকে গতিশীল করতে ময়দানে জোরালো ভূমিকা পালন ও নিজেদের মান সংরক্ষনের আহ্বান জানান। সম্মেলনে, কেন্দ্রীয় নেতবৃন্দের মুক্তিসহ ৪ দফা প্রস্তাবনা পাশ করা হয়।

বগুড়া পূর্ব জেলা জামায়াতের সদস্য (রুকন) সম্মেলন-২০২১ অনুষ্ঠিত

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে

- ডা. শফিকুর রহমান

২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বগুড়া পূর্ব জেলা শাখার উদ্যোগে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত সদস্য (রুকন) সম্মেলন-২০২১ এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান।

আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান বলেন, "মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। এই মানুষকে এই দুনিয়া ছেড়ে একদিন পরপারে পা রাখতে হবে। সেইদিন মানুষকে তার জীবনের সমস্ত হিসাব দিতে হবে। পাশাপাশি তাকে তার চারপাশের মানুষের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, কে কতটুকু হক আদায় করেছে। তাই নিজেদের শপথের আলোকে আমাদের প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর রাখতে হবে। তাহলেই আমরা হাশরের ময়দানে আমাদের নিজেদেরকে কঠিন সেই ভয়ানক পরীক্ষা থেকে রক্ষা করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।"

প্রধান অতিথি আরো বলেন, "যুগে যুগে সকল নবী ও রাসূলগণ তাদের দায়িত্ব ও দিনের পথের এ ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। ইসলামী আন্দোলনের সকল স্তরে কর্মীদেরকে পরিকল্পিতভাবে ঈমানের দাবি পূরণের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর উত্তরসূরী হিসেবে ইউনিট থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যন্ত ময়দানের সকল স্তরের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলেই আমরা শীঘ্রই বিজয় অর্জন করতে পারবো।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সৈনিক হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শহীদ মালেকের জন্মভূমিতে আজকে আমরা দাঁড়িয়ে আবারও শপথ গ্রহণ করি। তিনি একটি সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী আন্দোলনে রুকনগণকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর উত্তরসূরী হিসেবে জালেমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দিন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।"

জামায়াতে ইসলামী বগুড়া পূর্ব জেলা শাখার আমীর অধ্যাপক নাযিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে জেলা সেক্রেটারি মাওলানা মানছুরুর রহমানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও বগুড়া অঞ্চলের টিম সদস্য মাওলানা আব্দুর রহিম ও মাওলানা আব্দুল হক এবং সিরাজগঞ্জ জেলা শাখা জামায়াতের আমীর মাওলানা শাহিনুর আলম প্রমুখ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা অত্যাধিক

- অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা অত্যাধিক। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষ আল্লাহর বন্ধু। সুতরাং এই কথা দিবালোকের মত স্পষ্টত্ব, আল্লাহর কাছে তার বন্ধুর থেকে কেউ অধিক মর্যাদাবান হতে পারে না। দুনিয়ার মানুষ শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হলেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাল কেয়ামতের ময়দানে শ্রমজীবী মানুষদের ঠিকই পুরস্কৃত করবেন।

তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত জেলা ও মহানগরী সমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত দিসব্যাপী শিক্ষাশিবিরের বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপরিউক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, ইবনে হাযার আসকালানী ফতহুল বারী গ্রন্থে লিখেছেন- দাউদ (আ.) বর্ম তৈরি করতেন অর্থাৎ তিনি কামার ছিলেন। আদম (আ.) কৃষি শ্রমিক ছিলেন। নূহ (আ.) কাঠ মিস্ত্রি ছিলেন। ইদ্রিস (আ.) টেইলর ছিলেন। মুসা (আ.) রাখাল ছিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ব্যবসায়ী কর্মী ছিলেন এবং তিনি ছাগল চড়িয়েছেন। এভাবে দেখা যায় নবী-রাসূলগণ শ্রমিকের কাজ করেছেন। সুতরাং শ্রমিকের মর্যাদা খাটো করে দেখা চলবে না। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বালাদের ৪ নং আয়াতে বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রম নির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।" আবার সূরা জুমার ১০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "যখন তোমাদের নামাজ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা রিজিক উপার্জনের জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়।" এই সকল আয়াতের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি প্রতিটি মানুষ মাত্রই শ্রমজীবী। যার শ্রম যত বেশী তিনি আল্লাহর কাছে তত প্রিয় ও মর্যাদাবান।

তিনি আরো বলেন, হযরত ওমর (রা.) তার শাসন আমলে দেখলেন কিছু লোক নামাজের পরে বসে থাকে। ওমর (রা.) পরপর ৩ দিন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা নামাজের পরে কি কর? লোকেরা উত্তর দিল আমরা আল্লাহর জিকির করছি। ওমর (রা.) বললেন তোমাদের খাবার নিয়ে আসে কে? তারা বলল- এক লোক আমাদের জন্য রান্না করে খাবার নিয়ে আসে। ওমর (রা.) বলেন- ঐ লোক তোমাদের চেয়ে অনেক উত্তম। হযরত সাদ (রা.) তিনি কোদাল দিয়ে কাজ করতেন, শ্রমিকের কাজ করতেন। তো কোদাল দিয়ে কাজ করতে করতে তার হাতটি কালো হয়ে গেছে। হাতটা কালো এবং শক্ত হয়ে গেছে। রাসুল (সা.) সালাম করার সময় দেখলেন তার হাতের শক্ত হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলেন তোমার হাত শক্ত এবং কালো হলো ব্যাপার কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আমি সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত জমিতে কাজ করি, কাজ করতে করতে আমার হাত শক্ত হয়ে গেছে ও কালো হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, রাসূল (সা.) শ্রমজীবী মানুষদের অধিকার ও মর্যাদার ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, যারা নিজ হাতে জীবিকা উপার্জন করে এটাই শ্রেষ্ঠ উপার্জন। এদের চেয়ে ভাল রিজিক আর কেউ খায়না। রাসূলের ভাষ্য অনুযায়ী যে নিজ হাতে উপার্জন করলো সে উত্তর রিজিক খেল। শ্রেষ্ঠ সম্মান হলো তার যে নিজ হাতে রিজিক উপার্জন করলো। এ হাতটা আল্লাহ পছন্দ করেন। যে হাতটা শ্রম দিতে দিতে কালো হয়ে গেছে, শক্ত হয়ে গেছে এবং তিনি বললেন এ দুটো হাত জাহান্নামে যাবে না, জান্নাতে যাবে। এর চাইতে মর্যাদাপূর্ণ কথা আর কি হতে পারে। হাকীম মুসতারাক খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১২ তে বলা হয়েছে- যারা নিজ হাতে উপার্জন করে তারা সবচেয়ে বেশী পবিত্র। তাই শ্রমিকের উপার্জনটা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপার্জন। সে লবন ভাত খেতে পারে কিন্তু তা সর্বোত্তম খাবার। আল্লাহর কাছে তার রিজিকটা অনেক বেশী মর্যাদাপূর্ণ।

প্রচলিত সমাজের ধারা ভেঙে নতুন করে সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে

- ডাঃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেছেন, প্রচলিত সমাজের ধারা ভেঙে যিনি নতুন করে সমাজ গঠন করার চেষ্টা চালান তিনি নেতা। নেতা হবেন সমাজ সম্পৃক্ত মানুষ। তিনি সমাজ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনবেন। নেতা সমাজের মানুষকে প্রভাবিত করে তার লক্ষে এগিয়ে যাবেন। নেতা হবেন দুরদর্শী দৃষ্টি শক্তির অধিকারী। সাধারণ মানুষ যা সহজে বুঝতে সক্ষম নয় নেতা তা সহজে বুঝতে পারবেন। সমাজে তিনি নেতা হবেন যিনি সমাজের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেন এবং তার মত করে সমাজকে কাঙ্খিত লক্ষে নিতে পারেন।

তিনি গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত জেলা ও মহানগরী সমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত দিসব্যাপী শিক্ষা শিবিরের বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপরিউক্ত কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, নেতাকে কতিপয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে। নেতা সততা ও বিশ্বাসের প্রতিক হবেন। তার দৃষ্টি হবে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও কৌশলী। প্রতিকূলতার মধ্যেও সমাজ পরিচালনার জন্য তার মধ্যে অবিশ্বাস্য সাহস ও আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। নেতা তার যোগ্যতা দিয়ে সমাজে একটি প্রভাব সৃষ্টি করবেন। সিদ্ধান্তে গ্রহণে হবেন দৃঢ় মনবলের অধিকার। নেতা তার প্রজ্ঞা জ্ঞান দিয়ে সমাজ পরিচালনা নিজস্ব চিত্র আকতে সক্ষম হবেন। তিনি ধৈর্যের প্রতিক। নেতার হৃদয় হবে ক্ষমা ও ভালোবাসায় পকিরপূর্ণ। মানুষের প্রতি সহানুভূতি, স্নেহ, প্রশংসা ও ভদ্রতা থাকবে।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) বার্ষিক সাধারণ সভা

৩০ ডিসেম্বর গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে

- মাওলানা আব্দুল হালিম

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে মন্তব্য করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম বলেছেন, ১৯৯০ সালে আমরা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে এনেছিলাম। এই সরকার সেই গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে

কার্যত গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। আমরা অবিলম্বে ২০ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি চাই।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

মাওলানা হালিম বলেন, সাংবাদিক রুহুল আমিন গাজী ও সংগ্রাম সম্পাদক জেলে। সাংবাদিকদের ভয় দেখাতে এখন আবার ১১ সাংবাদিক নেতাদের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে। কিন্তু এই দুঃসময়ে সাংবাদিকরা যে অবদান রাখছে তা জাতি মনে রাখবে। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সকল দাবির সাথে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম অতীতে ছিল, এখনো আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, আমাদের নেতাদের রাজনৈতিক মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা চেয়েছিল আমাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিবে। কিন্তু আমাদের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাহিদসহ অন্য নেতারা আমাদের বলেছেন, রাজনৈতিক কারণে আমাদের হত্যা করা হচ্ছে। এই ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এখন তোমাদের। তাই আমি বলবো, জামায়াতে ইসলামী অতীতে এদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছিল, এখনো আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে।

ডিইউজে সভাপতি কাদের গনি চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ভাইস চেয়ারম্যান শওকত মাহমুদ, বিএফইউজের সভাপতি এম আব্দুল্লাহ, মহাসচিব নুরুল আমিন রোকন, বিএফইউজের সাবেক মহাসচিব এম এ আজিজ, ডিইউজের সাবেক সভাপতি কবি আব্দুল হাই শিকদার, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন সবুজ, বর্তমান সভাপতি ইলিয়াস খান, ডিইউজের সাবেক সভাপতি বাকের হোসেন, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে শিবিরের সাবেক নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে

- মতিউর রহমান আকন্দ

ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ আজ নেতৃত্বের শূন্যতায় ভুগছে। নেতৃত্বের এই শূন্যতা পূরণে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক ছাত্র নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য, কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সেক্রেটারী এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ।

তিনি ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ শুক্রবার জামালপুর শহর শাখা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

প্রধান অতিথি এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ বলেন,

ছোট্ট আয়তনের বিশাল জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের মানুষ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। শহীদি রক্ত আর ত্যাগের ইতিহাস সমৃদ্ধ ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরাও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পেশায় সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ আজ সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের জন্যে যুব সমাজের দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। শিবিরের সাবেক নেতা-কর্মীদেরকে এ প্রত্যাশা পূরণসহ দেশের উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদেরকে যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে এবং ব্যাপক দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে মজবুত সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং বহুমুখী সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আমাদেরকে সামাজিক নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে হবে। এভাবে বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে মজবুত অবস্থান তৈরি করার জন্য তিনি সমবেত সাবেক ছাত্র নেতা-কর্মীদের প্রতি আহবান জানান।

জামালপুর শহর শাখা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আছিমুল ইসলামের সভাপতিত্বে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে আয়োজিত এ সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের আমীর এডভোকেট নাজমুল হক সাঈদী। অন্যান্যের মধ্যে জেলা নায়েবে আমীর মির্জা আবদুল মাজেদ, অধ্যাপক হারুনুর রশিদ, জেলা সেক্রেটারী কবীর আহমদ হুমায়ুন, শহর জামায়াতের সেক্রেটারি মেসবাহুল কাইউম এবং ৮০-র দশক থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত জেলা শিবিরের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী সাবেক ছাত্র নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

ক্ষমতায় টিকে থাকার সকল ষড়যন্ত্র বুমেরাং হবে

জামায়াত নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে লন্ডনে বিক্ষোভ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক সংসদ সদস্য মাওলানা শামসুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারি ও সাবেক সংসদ সদস্য মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ সম্প্রতি গ্রেফতারকৃত ১০ জন জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতা এবং বিরোধী দলীয় সকল নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার প্লাটফর্ম হিউম্যান রাইটস এ্যালায়েন্স ইউকের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ আলতাব আলী পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগঠনের আহবায়ক আব্দুল আলীর সভাপতিত্বে ও যুগ্ম-আহ্বায়ক মোঃ দেলোয়ার হোসাইনের উপস্থাপনায় প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী ইউরোপের মুখপাত্র ও আন্তর্জাতিক আইনজীবী ব্যারিষ্টার আবু বকর মোল্লা।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আজকে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক দৈন্যদশা সৃষ্টি হয়েছে এবং সাধারণ জনগণের যে অধিকার নষ্ট করা হয়েছে সেই অধিকার রক্ষার জন্য; তাছাড়া বাংলাদেশের সংবিধান, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বাধীনতার কমিটমেন্ট-চেতনা রক্ষা করার জন্য আমরা সকল দেশপ্রেমিক জনতা লন্ডনের ঐতিহাসিক আলতাব আলী পার্কে সমবেত হয়েছি। বিশেষভাবে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানাতে। আমরা অনতিবিলম্বে জামায়াতসহ বিরোধী দলের সকল নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবি জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, আমরা আওয়ামী লীগ ও হাসিনা সরকারকে বলে দিতে চাই, সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামীর যেসব শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে এমন তিনজন সাবেক জনপ্রিয় সংসদ সদস্য রয়েছেন যারা ভোট চুরি করে, ভোট ডাকাতি করে বা বিনা ভোটে সংসদ সদস্য ছিলেন না বরং জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত এমন সংসদ সদস্য কিভাবে সরকারকে উৎখাত করতে বা অন্যায় করতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়; বলা যায় এটা একটা সম্পূর্ণ হাস্যকর।

তিনি বলেন, আমরা জানি আপনি ও আপনার প্রশাসন এই হাস্যকর মামলা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যা মামলা তা বিশ্বাস করেন এবং দেশের সাধারণ জনগণও তাই বিশ্বাস করে। তাই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে জামায়াত নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়ে জনগণের মাঝে ফিরিয়ে দিন।

ব্যারিষ্টার মোল্লা সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা জনগণের যে গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন সেই ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিন, জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন ফিরিয়ে দিন এবং তাদের স্বাভাবিক রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিন, বিরোধী দলকে তার রাজনৈতিক অধিকার দিন, গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিন, সকল রাজনৈতিক দলকে তার লেভেল ফিল্ড দিন, মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা দিন। তা যদি না করেন তাহলে শুনে রাখুন পৃথিবীর কোন স্বৈরশাসক ও জালিম সরকার জুলুম -অত্যাচার করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি আপনারাও টিকে থাকতে পারবেন না। যত ষড়যন্ত্র করেন না কেন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আপনাদের সকল ষড়যন্ত্র বুমেরাং হবে এবং জনগণ রাজপথে নেমে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে চরম পতন ঘটাবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি জামায়াতের নেতৃবৃন্দের জোরালো মুক্তির দাবি জানিয়ে হাসিনাকে হুঁশিয়ার করে বলেন, যদি জামায়াতসহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মুক্তি না দেন তাহলে জনগণ এর দাঁতভাঙা জবাব দিবে ইনশাআল্লাহ।

ছাত্রশিবির সিলেট জেলার সাবেক সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মুনিম বলেন,

জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ফেরাতে হাসিনার পুলিশ বাহিনী দিয়ে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে গ্রফতার করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং গ্রেফতার কৃত সকল নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবি করছি।

আরো বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের সভাপতি জাকের আহমদ চৌধুরী, অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরাম ইউকের সভাপতি মোঃ জয়নাল আবেদীন, নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকের সভাপতি মুসলিম খান, জাসাসের সভাপতি মোঃ বদরুল ইসলাম, হোয়াইট পিজিয়নের সভাপতি মোঃ আলা উদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম মুকুল, অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরাম ইউকের সহ সভাপতি মোঃ তরিকুল ইসলাম, সাবেক শিবির নেতা সাইফুর রহমান পারভেজ ও ফয়সল আহমদ, মিডিয়া সম্পাদক মোঃ রায়হান উদ্দিন, সাবেক শিবির নেতা ডাঃ মোঃ জায়েদ হোসেন, টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার এসোসিয়েশনের সভাপতি একে,এম, হেলাল, প্রফেসর আব্দুর রব, জাস্টিস ফর ভিকটিমের সিনিয়র সহ-সভাপতি সৈয়দ মোজাক্কির আহমদ, মোঃ আবু জাফর আবদুল্যাহ, অফিস সম্পাদক ইকুয়াল রাইটস ইন্টারন্যাশনাল, সাবেক শিবির নেতা মোঃ শোয়াইবুর রহমান, মোঃ আমিনুল ইসলাম ও মোর্শেদ আহমদ খান, নিবাচা'র সহ-সভাপতিবৃন্দ মোঃ রায়হান উদদীন, করিম মিয়া, আলী হোসেন, সেক্রেটারি তাহমিদ হোসেন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক বুরহান উদদীন চৌধুরী, নিবাচা ওয়েষ্টমিডল্যান্ড শাখার সভাপতি আব্দুস সামাদ খান, সেক্রেটারী মোঃমাহফুজর রহমান,জাস্টিস ফর ভিকটিমের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আসয়াদুল হক, নিবাচা'র সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ আলী, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, মিডিয়া সম্পাদক মোঃ ইকবাল হোসেন, আরিফ আহম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

৫৩ বিশিষ্ট নাগরিকের বিবৃতি

সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী নির্বাচন কমিশন গঠনের আহ্বান

সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী নির্বাচন কমিশন গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন দেশের ৫৩ জন বিশিষ্ট নাগরিক। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তারা এ আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে তারা বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।' সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে 'আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে' নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের নির্দেশনা থাকলেও, গত ৫০ বছরে কোনো সরকারই এমন একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

গত দুটি নির্বাচন কমিশন নিয়োগের আগে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে দুটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। এডহক ভিত্তিতে সৃষ্ট ওই দুটি অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশে গঠিত রকিবউদ্দিন কমিশন ও নূরুল হুদা কমিশন তাদের চরম পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের মাধ্যমে আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে, যার ফলে জনগণের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের উপর ব্যাপক অনাস্থা এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে

তীব্র শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান নূরুল হুদা কমিশনের মেয়াদ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হবে, তাই নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের উদ্যোগ এখনই শুরু করতে হবে, যার প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা।

এ ব্যাপারে অনতিবিলম্বে উদ্যোগ নেয়ার জন্য আমরা সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, যাতে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে ও সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত থেকে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সব ধরনের আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। একইসঙ্গে অনুরোধ জানাচ্ছি নির্বাচনকালীন সময়ে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাতে নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করতে পারে সে ব্যাপারে সংস্কার পদক্ষেপের কথা এখন থেকেই ভাবতে।

প্রস্তাবিত আইনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারদের যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারিত করতে ও একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের বিধান রাখতে হবে। এই অনুসন্ধান কমিটি দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হতে হবে, যাতে সকল নির্বাচনী অংশীজনদের কাছে এটি গ্রহণযোগ্যতা পায়। গঠিত অনুসন্ধান কমিটির দায়িত্ব হবে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে আইনে বিধৃত যোগ্যতার মানদন্ডের আলোকে কিছু সৎ, নির্দলীয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের একটি প্যানেল নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করা।

স্বচ্ছতার অংশ হিসেবে কোন কোন ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের জন্য অনুসন্ধান কমিটি প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করছে তাদের নাম প্রকাশ ও গণশুনানির আয়োজন করা এবং কোন যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের জন্য সে সব নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে তার একটি প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ করার বিধান আইনে রাখতে হবে। আমরা আশা করি যে সঠিক ব্যক্তিদেরকে নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশক্রমে আইন মন্ত্রণালয় একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করবে। নাগরিক হিসেবে মতামত প্রদানের মাধ্যমে আমরা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে পারি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা হলেন: ১. ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এমিরেটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২. ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ৩. এম হাফিজউদ্দিন খান অবসরপাপ্ত মহাহিসাব-নিরীক্ষক এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ৪. ড. আকবর আলী খান অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ৫. রাশেদা কে চৌধুরী সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ৬. বিচারপতি আব্দুল মতিন সাবেক বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ৭. ড. এম সাখাওয়াত হোসেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ৮. ড. হামিদা হোসেন মানবাধিকার কর্মী ৯. ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ১০. আলী ইমাম মজুমদার সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ১১. আবু আলম শহীদ খান সাবেক সচিব, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ১২. মহিউদ্দিন আহমদ সাবেক সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৩. ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য অর্থনীতিবিদ ১৪. খুশী কবির মানবাধিকার কর্মী ১৫. অধ্যাপক পারভীন হাসান ভাইস চ্যান্সেলর, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি ১৬. ড. বদিউল আলম মজুমদার সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক ১৭. ড. ইফতেখারুজ্জামান নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৮. অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯. অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ২০. ড. আহসান মনসুর অর্থনীতিবিদ ২১. জেড. আই খান পান্না এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ২২. ড. শাহদীন মালিক এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ২৩. মুনিরা খান সাবেক সভাপতি, ফেমা ২৪. শিরিন হক সদস্য, নারীপক্ষ ২৫. সালমা আলী সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি ২৬. শাহীন আনাম নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ২৭. ফারাহ কবির কান্ট্রি ডিরেক্টর, একশন এইড ২৮. অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৯. মির্জা তাসলিমা সুলতানা অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ৩০.আবদুল লতিফ মন্ডল সাবেক সচিব ৩১. সঞ্জীব দ্রং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ৩২. ড. শহিদুল আলম আলোকচিত্র শিল্পী ৩৩.শারমিন মুরশিদ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্রতী ৩৪. শামসুল হুদা নির্বাহী পরিচালক, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট ৩৫.অধ্যাপক সি. আর আবরার শিক্ষাবিদ ৩৬. সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ৩৭. অধ্যাপক আসিফ নজরুল অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৮. অধ্যাপক রেহনুমা আহমেদ লেখক ৩৯. অধ্যাপক আকমল হোসেন সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪০. অধ্যাপক স্বপন আদনান অধ্যাপক ও গবেষক, সোয়াস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন ৪১. অধ্যাপক ফিরদৌস আজিম অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ৪২. সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ সাবেক ব্যাংকার ৪৩.আবু সাঈদ খান জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৪৪. অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫. অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুদা অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৬. গোলাম মোনোয়ার কামাল নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র ৪৭. জ্যোতির্ময় বড়ুয়া এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ৪৮. অধ্যাপক নায়লা জামান খান পরিচালক, ক্লিনিকাল নিউরোসাইন্স সেন্টার, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন ৪৯. জাকির হোসেন প্রধান নির্বাহী, নাগরিক উদ্যোগ ৫০. ফারুক ফয়সাল আঞ্চলিক পরিচালক ৫১. ড. আব্দুল আলিম সিনিয়র ডিরেক্টর, ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ৫২. নূর খান লিটন মানবাধিকার কর্মী ৫৩. ব্যারিস্টার সারা হোসেন।

প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন করায় নিউইয়র্কে সাংবাদিকের ওপর আ'লীগের হামলা

সাংবাদিকদের ওপর হামলা করা যেন আওয়ামী লীগের শক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এবার দলটি বিদেশেও সেই শক্তি প্রদর্শন করলেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ বুধবার বিকেলে নিউইয়র্কের উডসাইডস্থ কুইন্স প্যালেসে সংবাদ সম্মেলনের প্রশ্নোত্তর পর্বে এ ঘটনা ঘটে।

নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেসে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘ সফরে এবারের অর্জনটা কীড় এমন একটি প্রশ্ন করায় উপস্থিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রবাসী সাংবাদিক ফরিদ আলমের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। ফরিদ আলম নিউইয়র্কভিত্তিক নতুন টিভি চ্যানেল (নিউজ কম্যুনিকেশন নেটওয়ার্ক) এনসিএনের নির্বাহী সম্পাদক ও হেড অব অপারেশনের দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্র সফরের উপর বুধবার নিউ ইয়র্কের কুইন্স প্যালেসে সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি ও দপ্তর সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারি বিপ্লব বড়ুয়া। এ সময় তাদের সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের ২ ডজনেরও বেশি নেতাকর্মী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘ সফরের নানা সফলতা নিয়ে কথা বলেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এরপর প্রবাসী সাংবাদিকরাও একের পর এক প্রশ্ন করেন। এক পর্যায়ে এনসিএন'র সাংবাদিক ফরিদ আলম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘ সফরে এবারের অর্জনটা কী এমন একটি প্রশ্ন করে বসেন। তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি ও দপ্তর সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারি বিপ্লব বড়ুয়া কাছে জানতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৪১ জনের বহর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসা এবং বসার বেঞ্চ উদ্বোধন, বঙ্গবন্ধুর নামে গাছ লাগানো এসব নাম সর্বস্ব কর্মসূচি ছাড়া করোনার মধ্যে এই বিশাল বহর নিয়ে সফরের প্রাপ্তি কী? তার এমন প্রশ্নে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতারা। শারীরিকভাবে হামলার শিকার হন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে এনসিএন'র মাইক্রোফোন দেখেই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সফরসঙ্গী। একপর্যায়ে সেখানে উপস্থিত কয়েকজন নেতা তেড়ে আসে সাংবাদিক ফরিদ আলমের প্রতি। চালায় নির্মম অতর্কীত হামলা। উপস্থিত অন্য সাংবাদিকরা এ সময় মানববর্ম রচনা করে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। সাংবাদিক ফরিদ আলম জানান, আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেলনে তার উপর আক্রমণের এক পর্যায়ে কে বা কারা তার সেল ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পরে সেলফোন পাওয়া গেলেও মানিব্যাগ পাওয়া যায়নি। তার মানিব্যাগে চার হাজার ডলার, ব্যাংকের কার্ডসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল বলেও জানান তিনি। ঘটনার ব্যাপারে স্থনীয় পুলিশ প্রিসঙ্কেটে অভিযোগ করা হয়েছে বলে ফরিদ আলম জানান।

এর প্রতিবাদে নিউইয়র্কে কর্মরত সকল প্রিন্ট ও ইলেক্টনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকরা এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে সাংবাদিকরা এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও দোষীদের বিরুদ্ধে দলীয় ফোরামে দৃষ্টান্তমলক শাস্তির ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানান। সাংবাদিকদের এ দাবী না মানা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও এর সকল অঙ্গ সংগঠনের সংবাদ ও অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সাংবাদিক ফরিদ আলমের উপর আক্রমণের ঘটনায় নিউইয়র্কের সাংবাদিকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এর প্রতিবাদে নিউইয়র্কে কর্মরত সকল প্রিন্ট ও ইলেক্টনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকরা এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে সাংবাদিকরা এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও দোষীদের বিরুদ্ধে দলীয় ফোরামে দৃষ্টান্তমলক শাস্তির ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানান। সাংবাদিকদের এ দাবী না মানা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও এর সকল অঙ্গ সংগঠনের সংবাদ ও অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচনকে ম্লান করে দিয়েছে

- নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচন ব্যবস্থাকে ম্লান করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মাহবুব তালুকদার। ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ বুধবার রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনের নিজ কার্যালয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'পৌরসভা ও ইউপি নির্বাচন সম্পর্কে আমার কথা' শিরোনামে লিখিত বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মাহবুব তালুকদার বলেন, এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোটের টার্নআউট মোটামুটি ভালো ছিল, শতকরা ৬৯ দশমিক ৩৪ ভাগ। কিন্তু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদে ৪৩ জন প্রার্থী নির্বাচন না করেই চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত হওয়া, নির্বাচনকে ম্লান করে দিয়েছে।

গত ২০ সেপ্টেম্বর দেশের ৬ জেলার ১৬০টি ইউনিয়ন পরিষদে ভোট হয়। ৪৩টি ইউনিয়নে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয় পাওয়ায় সেগুলোয় চেয়ারম্যান বাদে বাকি পদে ভোট হয়। বাকি ১১৭টিতে চেয়ারম্যান পদে ভোট হয়েছে। এ নির্বাচনে ইভিএম'এ (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) ভোট হওয়া আট ইউপিতে ৬৯ দশমিক ৭৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। আর ব্যালটে ভোট হওয়া ১০৯টিতে ভোট পড়েছে ৬৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

ইসি বলেন, ৯টি পৌরসভায় তিনজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়র নির্বাচিত হন। নির্বাচন যেহেতু অনেকের মধ্যে বাছাই, সেহেতু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পদে আসীন হওয়াকে নির্বাচিত হওয়া বলা যায় কি, এমন প্রশ্ন রাখেন তিনি। আরো বলেন, বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচনে বহুদলের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

তিনি বলেন, ১৭ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমি ছয়দিনের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করি। কয়েকজন সাংবাদিক এ সময় অনুষ্ঠিত ১৬০টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও ৯টি পৌরসভা নির্বাচনে আমার সাফল্য ও ব্যর্থতা জানতে চান। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে আকস্মিকভাবে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। তারপরও কিছু কথা থেকে যায়। উল্লিখিত নির্বাচনে তিনজনের প্রাণহানি ঘটেছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

জীবনের চেয়ে নির্বাচন বড় নয়- এ কথাটি পুনর্ব্যক্ত করে ইসি মাহবুব বলেন, তবু ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে হাড্ডা-হাড্ডি লড়াইয়ে সহিংসতা রোধ করা গেল না। নির্বাচনে ঘটনা বা দুর্ঘটনা যা-ই হোক না কেন, নির্বাচন কমিশনের ওপরই দায় এসে পড়ে।

ইসির এই জ্যেষ্ঠ কমিশনার বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের কারণে একজন সংসদ সদস্যকে সতর্কবার্তা পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনের কারণ বিশ্লেষণ করে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ অনিবার্য। ভোটারদের নির্বাচন বিমুখতাও আমার কাছে গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত মনে হয়। এর সাথে নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনা জড়িত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সার্বিকভাবে নির্বাচন কমিশনের ওপর নির্ভর করে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। কমিশনার বলেন, রাজনৈতিক সমঝোতা ব্যতীত এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে শহরাঞ্চলে ৫ জনে একজন দরিদ্র -বিশ্বব্যাংক

বাংলাদেশে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার প্রতি পাঁচজনে একজন দরিদ্র। তবে শহরের প্রায় ১৯ শতাংশ মানুষ দরিদ্র হলেও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় রয়েছে ১১ শতাংশ মানুষ। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সঠিক ব্যবহার দারিদ্র্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে। সঠিক উপকারভোগীর কাছে এই কর্মসূচি পৌঁছে দেওয়া গেলে দারিদ্র্যের হার ৩৬ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশে নেমে আসবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ বৃহস্পতিবার 'বাংলাদেশ সোশ্যাল প্রোটেকশন পাবলিক এক্সপেন্ডিচার রিভিউ' শিরোনামের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন নীতির মূলে রয়েছে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, যা প্রতিনিয়ত দরিদ্র

পরিবারগুলোকে সুবিধা দিয়ে আসছে। এ কর্মসূচি আরও উন্নত ও বিস্তৃত করে দেশের দারিদ্র্য আরও কমানো যেতে পারে। প্রতিবেদনে সামাজিক সুরক্ষার প্রতি বাংলাদেশের অব্যাহত বিনিয়োগ, এ খাতের বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের পরিকল্পনা ও সেবাসহ বিদ্যমান কাঠামোতে কীভাবে উন্নতি করা যায় তা তুলে ধরা হয়েছে।

বলা হয়েছে, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলি মূলত গ্রামাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। তবে শহুরে জনসংখ্যার প্রতি ৫ জনে ১ জন দারিদ্র্যসীমায় বসবাস করছে। পাশাপাশি অর্ধেক পরিবার দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে রয়েছে। তাই গ্রামীণ ও শহুরে এলাকার মধ্যে বরাদ্দ পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। শহরের প্রায় ১৯ শতাংশ মানুষ দরিদ্র হলেও সুরক্ষার আওতায় রয়েছে ১১ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক বলছে, গ্রামীণ অঞ্চলে সুরক্ষার আওতা দারিদ্রের হারের চেয়েও বেশি। গ্রামের ২৬ শতাংশ মানুষ দরিদ্র হলেও নিরাপত্তা কর্মসূচি সেখানকার ৩৬ শতাংশ মানুষের কাছে পৌঁছেছে। ন্যাশনাল হাউসহোল্ড ডাটাবেসের মতো সমন্বিত ডাটা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সঠিক মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেয়া যায়।

বিশ্বব্যাংকের অপারেশন ম্যানেজার (বাংলাদেশ ও ভুটানের) ডানডান চেন বলেন, গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ সামাজিক সুরক্ষার আওতা বাড়িয়েছে। এতে দেশের প্রতি ১০ পরিবারের মধ্যে তিনটিতে এই কর্মসূচি পৌঁছেছে। করোনা মহামারি আরও শক্তিশালী, দক্ষ ও অভিযোজিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়েছে। তাই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক ব্যক্তিকে এই কর্মসূচর আওতায় আনতে হবে। ফলে বাংলাদেশ এ খাতে আরো সুফল পাবে।

বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ অ্যালাইন কৌদুয়েল বলেন, শৈশবে বিনিয়োগ করা একটি শিশুকে স্বাস্থ্যকর হতে এবং প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে আরও উৎপাদনশীল হতে সাহায্য করে। এভাবে প্রজন্ম ধরে দারিদ্র্যের চক্র ভেঙে দেয়।

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

‘সময়’ টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদের প্রতিবাদ

জামায়াতে ইসলামী কখনো কোনো ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধিতে বিশ্বাস করে না-মতিউর রহমান আকন্দ

২৭ সেপ্টেম্বর ‘সময়’ টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে যে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি জনাব মতিউর রহমান আকন্দ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন,

“২৭ সেপ্টেম্বর ‘সময়’ টেলিভিশনে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে যে বিভ্রান্তিকর খবর প্রচার করা হয়েছে তা অসত্য এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রতিবেদনে জামায়াতের বিরুদ্ধে ২০১৪ সালের নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে ব্যাপক সহিংসতা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা এবং আরেকটি নির্বাচনকে সামনে রেখে ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের মনগড়া বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা এ মিথ্যা খবরের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানাতে চাই, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে জামায়াত যে স্থায়ী কর্মনীতি গ্রহণ করেছে তা প্রকাশ্য এবং এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে জামায়াত পরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামী কখনো কোনো ষড়যন্ত্র ও দূরভিসন্ধিতে বিশ্বাস করে না। কোনো ধরনের গোয়েন্দাগিরির সাথে জামায়াতে ইসলামীর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। জামায়াতে ইসলামীর কোনো গোপন তৎপরতা নেই। জামায়াতে ইসলামীর সকল কর্মকাণ্ড প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট। সরকার সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে দীর্ঘ ১০ বছর যাবত জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয়, মহানগরী ও জেলা কার্যালয়সমূহ তালাবদ্ধ করে রেখেছে এবং জামায়াতে ইসলামীকে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বাধা প্রদান করছে। জামায়াতে ইসলামী বিদেশী অর্থে পরিচালিত কোনো দল নয়। বরং জামায়াতে ইসলামী একমাত্র দল যার কর্মী ও সমর্থকগণ নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে দল পরিচালনা করে থাকে।

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে এ ধরনের অসত্য, বানোয়াট ও কাল্পনিক খবর প্রচার করা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি ‘সময়’ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।”

মানবাধিকার পরিস্থিতি

সেপ্টেম্বর'২১ মাসের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক দৈনিক সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে মাসিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে মানবাধিকারের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে।

সেপ্টেম্বর মাসে সারা দেশে ১৬০ জন নিহত হয়েছে। এ মাসে প্রতিদিন গড়ে ০২ জন মানুষ হত্যার শিকার হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ০৮টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে ০৫ জন নিহত হয়েছে। ৭৯টি সহিংস হামলার ঘটনায় নিহত হয়েছে ৫৭ জন, আহত হয়েছে ১৮০ জন, গুলিবিদ্ধ হয়েছে ০১জন, গ্রেফতার হয়েছে ২৬ জন। এছাড়াও ০৪টি গণপিটুনির ঘটনায় নিহত হয়েছে ০৪ জন।

এ মাসে অপহরণের ০৯টি ঘটনায় অপহরণের পর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ০৬ জন।

রাজনৈতিক সহিংসতার ০৬টি ঘটনায় আহত হয়েছে ১৬৭ জন, গুলিবিদ্ধ হয়েছে ১১ জন, গ্রেফতার হয়েছে ২৭ জন।

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ' বিএসএফ্ কর্তৃক ০৩টি হামলার ঘটনায় নিহত হয়েছে ০২ জন, গ্রেফতার হয়েছে ০১ জন, আহত হয়েছে ০৩ জন ।

নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান ঘটনায় পারিবারিক কলহে ২৫টি ঘটনায় নিহত হয়েছে ২০ জন, ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৬৩ জন নারী। ০৬টি শিশু নির্যাতনের ঘটনায় ০৫ জন শিশু নিহত হয়েছে।

সরকার দলীয় নেতাকর্মী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় সাংবাদিক নির্যাতনের ০১টি ঘটনায় আহত হয়েছে ০১ জন।

এ মাসে বিভিন্ন স্থান থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ৫৭টি লাশ উদ্ধার করেছে যার মধ্যে ০৫টি লাশ অজ্ঞাত।

এক নজরে সেপ্টেম্বর'২১ এর বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি

বিষয়	বর্ণনা	ঘটনার সংখ্যা	নিহত	আহত	গ্রেফতার	গুলিবিদ্ধ
বিচার বহির্ভূত হত্যা	আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক	১৫	০৪	০৩	৮৪	
	সহিংস হামলা	৬৮	৫৩	১৩৬	২৫	০৩
	গণপিটুনী	০৮	০৮	০১	০৩	
অপহরণ	নিখোঁজ	০৭			০২	
	লাশ উদ্ধার	০৫	০৪	০৩		
	জীবিত উদ্ধার	০১				
রাজনৈতিক সহিংসতা	সংঘর্ষ	১৫	০৩	২০৪	১০	
	পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর অভিযানের নামে গ্রেফতার	০১			১১	
সীমান্ত সংঘাত	বিএসএফ কর্তৃক	০১	০১			
নারী নির্যাতন	ধর্ষণ	২৫		২৫	২২	
	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	০৪	০৩	০১	০১	
	পারিবারিক দ্বন্দ্ব	২৩	১৯	০৬	১০	
	এসিড নিক্ষেপ	০১	০১			
	যৌন হয়রানী	০১			০১	
শিশু নির্যাতন	শারীরিক নির্যাতন	০৫	০৪	০১		
সাংবাদিক নির্যাতন	নির্যাতন	০৩		০৪		
	হুমকির সম্মুখিন	০২				
সংখ্যালঘু	পরিবার, উপাসনালয় ও সম্পত্তিতে হামলা	০১	০১			
ক্যাম্পাস সহিংসতা	আধিপত্য বিস্তার	০২		১০	০৩	
লাশ উদ্ধার	পুরুষ	৩২	৩২		০৩	
	মহিলা	২৪	২৪		০২	
	অজ্ঞাত	০৮	০৮			
মোট		২৫২	১৬৫	৩৯৪	১৭৯	০৩

মুসলিম বিশ্বের খবর

জাতিসংঘে রোহিঙ্গা-কাশ্মীর-উইঘুর মুসলিমদের দুর্দশার কথা তুলে ধরলেন এরদোগান

জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের জেনারেল ডিবেটে রোহিঙ্গা শরণার্থী, জম্মু-কাশ্মীর ইস্যু এবং চীনের উইঘুর মুসলিমদের দুর্দশার কথা তুলে ধরলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগান। তিনি বলেন, আমরা রোহিঙ্গা মুসলিমদের নিরাপদে, স্বেচ্ছায় ও মর্যাদার সঙ্গে দেশে ফিরে যাওয়া সমর্থন করি। এসব মানুষ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে দিন-রাত কাটাচ্ছে। আমরা চাই তারা তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যান। গত বছরও আগে থেকে রেকর্ড করা ভিডিও বার্তায় তিনি এই ইস্যু উত্থাপন করেছিলেন। তিনি ওই সময় জম্মু-কাশ্মীর ইস্যুতে বিতর্কের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

কিন্তু জবাবে ভারত বলেছিল, বিষয়টি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। ভারত তখন আরও বলেছিল, অন্য দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো উচিত তুরস্কের। একই সঙ্গে খুব গভীরভাবে নিজেদের নীতির দিকে তাকানো উচিত। এ খবর দিয়েছে ভারতের সরকারি বার্তা সংস্থা। এতে আরো বলা হয়, গত মঙ্গলবার অধিবেশনের জেনারেল ডিবেটে বক্তব্য রাখেন এরদোগান।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেন, ৭৪ বছর ধরে কাশ্মীরে যে সমস্যা চলমান তা সমাধানের পক্ষে আমাদের অবস্থান। এই সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে এবং জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট রেজ্যুলুশনের কাঠামোর মধ্যে। পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ মিত্র তুরস্ক। এ দেশটির প্রেসিডেন্ট এরদোগান ইস্যুটি জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের জেনারেল ডিবেটে তুলেছেন। গত বছর তিনি পাকিস্তান সফর করেন। এ সময়ও তিনি কাশ্মীর ইস্যু তুলে ধরেন।

ওই সময় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছিল, এরদোগানের এসব বক্তব্য ইতিহাসনির্ভর নয়। কূটনৈতিক মানও বজায় রাখে না। এর ফলে ভারতের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কে বড় রকম প্রভাব পড়বে।

ভারত আরও বলে, পাকিস্তানিরা ভয়াবহভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে যে সন্ত্রাস চালায়, তা নিয়ে তুরস্কের মাথাব্যথা নেই। গত মঙ্গলবার বক্তব্যে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট চীনের মুসলিম উইঘুর এবং মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। সিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে চীন গণহত্যা করছে বলে অভিযোগ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ অনেক দেশ ও মানবাধিকার বিষয়ক গ্রুপ।

আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ নিয়ে সতর্ক করলেন ইমরান খান

তালেবান কাবুলে কোনো অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গড়তে ব্যর্থ হলে সেখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হতে পারে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

মঙ্গলবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে এ সতর্ক করেন। এতে আফগানিস্তানে মেয়েদেরকে শিক্ষা গ্রহণে বাধা দেওয়াটা অনৈসলামিক হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সাক্ষাৎকারে নতুন তালেবান সরকার পাকিস্তানের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেতে চাইলে যেসব শর্ত মানতে হবে সেগুলো তুলে ধরেন ইমরান খান।

ইমরান খান বলেন, তারা (তালেবান) যদি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তাহলে সেই সংকটের কারণে আফগান ভূখণ্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হতে পারে। তারা (তালেবান) যদি দেশের সকল পক্ষকে সরকারে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারে, তাহলে আগে বা পরে এই গৃহযুদ্ধ হবেই। এবং সেটির প্রভাব পাকিস্তানেও পড়বে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে সেখানকার সম্ভাব্য মানবিক ও শরণার্থী সংকট নিয়ে উদ্বিগ্ন পাকিস্তান। এছাড়া ওই পরিস্থিতিতে এমন সব সশস্ত্র গোষ্ঠী আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করার সুযোগ পেতে পারে, যাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার লড়াই করে যাচ্ছে।

তালেবানকে বয়কটের পরিণামে বিভেদ-বিভক্তি বাড়বে

-কাতারের আমির

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দাঁড়িয়ে আফগানিস্তানের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়েছেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, তালেবানকে বয়কট করার পরিণামে বিভেদ-বিভক্তি বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন কাতারের আমির। সেখানে তিনি বলেন, রাজনীতিকে পাশে রেখে আফগানিস্তানকে সাহায্য করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে।

আফগানিস্তানের পাশে কাতারের থাকার প্রত্যয় আবার ব্যক্ত করেছেন তামিম বিন হামাদ। তিনি বলেন, দোহায় অনুষ্ঠিত সমঝোতার ইতিবাচক ফলাফল দেখার জন্য যা যা করার প্রয়োজন, তার সবকিছু কাতার করে যাবে। এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত সব পক্ষ সমঝোতার শর্ত মেনে চলবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আফগানিস্তানের জনগণের মানবিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি মানবাধিকার রক্ষা, জঙ্গিবাদ দমন ও রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে দেশটিতে শান্তি-স্থিতিশীলতা আনার পক্ষে কাতারের দৃঢ় অবস্থানের কথা জাতিসংঘে দেওয়া বক্তৃতায় তুলে ধরেন তামিম বিন হামাদ।

কাতারের আমির বলেন, ২০ বছরের চেষ্টা ও বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরও আফগানিস্তানে বিপর্যয় ঘটেছে। দেশটিতে কোনো রাজনৈতিক কাঠামো দাঁড় করানো যায়নি। তাই এখন তালেবানদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন।

তামিম বিন হামাদ আরও বলেন, তালেবানকে বয়কট করার পরিণামে বিভেদ-বিভক্তি বাড়বে। কেবল আলোচনাই ইতিবাচক ফলাফল দিতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কাতারের আমির তাঁর বক্তৃতায় সিরিয়া ও লিবিয়া প্রসঙ্গও তোলেন। তিনি বলেন, সিরিয়ায় বিস্তার ঘটা জঙ্গিবাদ মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা বিশ্বকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সিরিয়ার জনগণের দুর্দশাকে অবজ্ঞা না করার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

আফগানিস্তানে সম্প্রতি গঠিত তালেবান সরকার এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি পায়নি। তারা এখনো আফগানিস্তানের সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করার কাজ করছে। তবে তালেবান সরকারের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া জরুরি হয়ে উঠেছে। আফগানিস্তান সরকার গঠনের আগে বলেছিল, তারা আফগানিস্তানে মানবাধিকার নিশ্চিত করবে, নারীদের অধিকার নিশ্চিত করবে। কিন্তু তালেবানের কথার সঙ্গে কাজের এখন পর্যন্ত কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছে না।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন আগেই বলেছেন, তালেবান কী বলছে, সেটি মুখ্য নয়। তালেবান কী করছে, তার ওপরই তাদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি নির্ভর করবে।

অনাহার ঝুঁকিতে ইয়েমেনের দেড় কোটি মানুষ -জাতিসংঘ

জাতিসংঘের খাদ্য সংস্থার প্রধান ডেভিড বিয়াসলে সতর্ক করে জানিয়েছেন, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইয়েমেনে দেড় কোটির বেশি মানুষ অনাহারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন ফান্ড না এলে দেশটিতে অক্টোবর থেকে লাখ লাখ মানুষকে খাদ্য সহায়তা কমিয়ে দেওয়া হবে। কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সংস্থাটির প্রধান বুধবার ইয়েমেনের মানবিক সংকট নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বলেছেন, এর আগে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিতে (ডব্লিউএফপি) যখন অর্থের অভাব দেখা দিয়েছিল তখন দাতা দেশগুলো এগিয়ে এসেছিল। সে কারণে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইয়েমেনে আমরা দুর্ভিক্ষ ও বিপর্যায় এড়িয়ে যেতে পেরেছিলাম। তিনি বলেন, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির অর্থ আবার শেষ হয়ে আসছে তাই নতুন ফান্ড না এলে দেশটিতে অক্টোবরে ৩২ লাখ মানুষকে এবং ডিসেম্বরে ৫০ লাখ মানুষকে খাদ্য সহায়তা কমিয়ে দেওয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করে হামলার শিকার হয়েছেন প্রবাসী সিনিয়র সাংবাদিক ফরিদ আলম। তিনি নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত ঘঈঘ টিভি সিনিয়র সাংবাদিক। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবদুস সোবহান গোলাপ এমপি ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিপ্লব বড়ুয়ার সামনে এ ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ১৯৩টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান আমন্ত্রিত হয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র ৭টি দেশের সরকার প্রধান সশরীরে যোগ দিয়েছেন। বাকিরা ভার্চুয়ালি। এই ৭টির মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য দেশগুলোর সরকার প্রধানের সফরসঙ্গী সংখ্যা ১২ জনের কম। কারণ অধিবেশন কক্ষে সর্বোচ্চ ৪ জনকে প্রবেশের সুযোগ দিচ্ছে জাতিসংঘ। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীর সংখ্যা মোট ১৪০ জন। এর মধ্যে ৮০ জন গেছেন সরকারি খরচে। বাকিরা নিজস্ব খরচে। ফরিদ আলম এ বিষয়ে প্রশ্ন করে হামলার শিকার হন।

আফগানিস্তানে অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার চায় ৫ বিশ্বশক্তি

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য আফগানিস্তানে অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠনে চাপ প্রয়োগ নিয়ে একমত হয়েছে। জাতিসংঘের কর্মকর্তারা বলছেন, দেশটিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গড়তে তালেবানকে পাঁচ শক্তির পক্ষ থেকেই চাপ প্রয়োগ করতে হবে। এর আগে গত মাসে চীন ও রাশিয়া বলেছে, আফগানিস্তানে তালেবানের জয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পরাজয়। আর চীন ও রাশিয়া তালেবানের সঙ্গে কাজ করার পদক্ষেপও গ্রহণ করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্র তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের সময় নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের বৈঠকের পর জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, নিরাপত্তা কাউন্সিলের শক্তিগুলোর সবাই চায়, একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল আফগানিস্তান, যেখানে মানবিক সাহায্য কোনো রকম সমস্যা বা বৈষম্য ছাড়া বিতরণ করা যাবে।

গুতেরেস আরও বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদেশগুলো আরও চায় এমন একটি আফগানিস্তান, যেখানে নারী ও মেয়েশিশুদের অধিকারকে সম্মান দেখানো হবে। এমন একটি আফগানিস্তান, যেটি সন্ত্রাসের আখড়া হবে না। এমন আফগানিস্তান, যেখানে অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার থাকবে, যাতে সব ধরনের মানুষের অংশগ্রহণ থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সরাসরি বৈঠক করেন। এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা ওই বৈঠকে ভার্চুয়ালি অংশ নেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিজ ট্রাসের ডাকা এই বৈঠককে 'গঠনমূলক' বলে মন্তব্য করেছেন এক মার্কিন কর্মকর্তা। এ ছাড়া তালেবান সরকার আফগানিস্তানে নারীদের অধিকারকে সম্মান জানাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রীরা।

মার্কিন ওই কর্মকর্তা বলেন, 'আমি মনে করি, তালেবানের অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট নয়, এমনকি চীনও নয়।'

বৈঠকের আগে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জাতিসংঘে চীনের রাষ্ট্রদূত ঝ্যাং জুন বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের সবাই একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার চাওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

জুন বলেন, সবখানেই একতা রয়েছে।

এর আগে আফগানিস্তানের কয়েক বিলিয়ন মার্কিন ডলার যুক্তরাষ্ট্র স্থগিত করে দেওয়ার সমালোচনা করেছিল চীন। তবে আফগানিস্তান যেন সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য না হয়ে ওঠে, সে বিষয়েও সতর্ক করে বেইজিং।

এদিকে আফগানিস্তান নিয়ে ২০টি দেশের প্রতিনিধিরা ভার্চুয়াল আলোচনা করেন, যার সঙ্গে যুক্ত হয় কাতার। জি-২০ সম্মেলনে জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেইকো মাস তালেবান সরকার নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

এর আগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি দেয় তালেবান। গত সোমবার তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিঠি দিয়ে এই অনুরোধ জানিয়েছেন। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে জাতিসংঘের একটি কমিটি। তালেবান তাদের দোহাভিত্তিক মুখপাত্র সুহাইল শাহিনকে জাতিসংঘে আফগানিস্তানের দূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। কিন্তু এর বিরোধিতা করেছেন মাস।

জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেইকো মাস বলেন, 'অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার ঘোষণা না দিয়ে তালেবানদের একটি কৌশলগত ভুল করেছে। এটি তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া আমাদের জন্য কঠিন করে তুলবে।'

মাস আরও বলেন, 'এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা আমাদের সবার কাছ থেকে এটা শুনেছে। তাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মৌলিক রাজনৈতিক পরিমিতিগুলো নিয়ে আমাদের একসুরে কথা বলা উচিত।'

তালেবান নেতাদের উদ্দেশে মাস বলেন, জাতিসংঘে শো করে কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

যুবককে মাথায় গুলী করে হত্যা করল ইহুদি সেনারা

ফিলিস্তিন ভূখণ্ড ছাড়তে ইসরাইলকে এক বছর সময় দিলেন মাহমুদ আব্বাস

ফিলিস্তিন নেতা মাহমুদ আব্বাস অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ড থেকে ইসরাইলি সৈন্য প্রত্যাহার করে চিরতরে চলে যেতে শুক্রবার ইসরাইলকে এক বছর সময় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, অন্যথায় ১৯৬৭ পূর্ব সীমান্তের ওপর ভিত্তি করে ইহুদি এ রাষ্ট্রকে আর মেনে নেবেন না। জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভার্চুয়ালি দেয়া এক ভাষণে আব্বাস 'আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন আয়োজনে' জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের প্রতি আহ্বান জানান।

তবে এমন সম্মেলন আয়োজনের অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি এ ব্যাপারে তিনি এক ধরনের আল্টিমেটামও দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা দখলদার শক্তি ইসরাইলকে পূর্ব জেরুজালেমসহ ১৯৬৭ সালে অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ড থেকে চলে যেতে এক বছর সময় দিয়েছি।'

আব্বাস আরো বলেন, জাতিসঙ্ঘ প্রস্তাব অনুযায়ী ইসরাইল ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের চূড়ান্ত মর্যাদা দেয়ার বিষয় নিয়ে সৃষ্ট সঙ্কট সমাধানের বিষয়ে এ বছর জুড়ে কাজ করতে ফিলিস্তিনিরা প্রস্তুত রয়েছে।

তিনি বলেন, তবে এ সময়ের মধ্যে সঙ্কট সমাধান না হলে, ১৯৬৭ সালের সীমান্তের ভিত্তিতে ইসরাইলের স্বীকৃতি কেন বজায় রাখতে হবে?

ফিলিস্তিন নেতা আরো বলেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ভূমি দখলের বৈধতা প্রশ্নে ফিলিস্তিনিরা আন্তর্জাতিক আদালতে যাবে। ফিলিস্তিন নেতার এমন দাবি ইসরাইল তাৎক্ষণিকভাবে উড়িয়ে দিয়েছে।

তালেবানের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেই আফগানিস্তানে সহায়তায় অনুমোদন যুক্তরাষ্ট্রের

তালেবানের ওপর নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত আফগানিস্তান মানবিক সহায়তা পাঠানোর অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এক লাইসেন্সের মাধ্যমে মার্কিন সরকার, এনজিও ও জাতিসঙ্ঘসহ নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা তালেবান ও হাক্কানি নেটওয়ার্কের ওপর নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই তাদের আফগানিস্তানে মানবিক সহায়তা দানে একত্রে কাজ করতে পারবে।

অপর লাইসেন্সের মাধ্যমে আফগানিস্তানে খাদ্য, ওষুধ ও অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রপ্তানির করার নির্দিষ্ট ক্ষমতার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

মার্কিন অর্থ বিভাগের বিদেশী সম্পদ নিয়ন্ত্রণ দফতরের পরিচালক আনদ্রেয়া গাকি এক বিবৃতিতে বলেন, 'অর্থ বিভাগ আফগানিস্তানের জনগণকে মানবিক সহায়তা প্রদান এবং তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়ক তৎপরতা অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

বিবৃতিতে তিনি বলেন, তালেবান ও হাক্কানি নেটওয়ার্কের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ বহাল অবস্থাতেই আফগানিস্তানে কৃষিদ্রব্য, ওষুধ ও অন্য সম্পদের প্রবাহ অব্যাহত রাখাতে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাজ করবে ওয়াশিংটন।

এর আগে জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস জানিয়েছিলেন, আফগানিস্তানে মানবিক সংকট সৃষ্টির হওয়ায় তিনি দেশটির জনগণকে সহায়তার জন্য তালেবানের সাথে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অপরদিকে মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছিলো, 'সন্ত্রাসী' তালিকায় নাম থাকায় তালেবানের ওপর নিষেধাজ্ঞা স্বত্ত্বেও আফগানিস্তানে মানবিক সহায়তা প্রদানে তারা অনুমোদন দেবে।

তালেবানের ওপর নিষেধাজ্ঞার আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে দলটির সকল সম্পদ জব্দ রয়েছে এবং অর্থ, দ্রব্য বা সেবাসহ দলটির সাথে যেকোনো প্রকার যোগাযোগে মার্কিন নাগরিকদের বাধা রয়েছে।

এদিকে শুক্রবার যুক্তরাষ্টে থাকা আফগান সেন্ট্রাল ব্যাংকের সম্পদ ছেড়ে দিতে রাজধানী কাবুলে বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। বিক্ষোভকারীরা যুক্তরাষ্ট্রে থাকা আফগানিস্তানের তহবিলে আফগান প্রশাসনের প্রবেশের অনুমোদন দেয়ার জন্য ওয়াশিংটনের কাছে দাবি জানায়। এর আগে ১৫ আগস্ট কাবুলে প্রবেশের মাধ্যমে আফগান প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ তালেবানের নেয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে আফগানিস্তানের থাকা নয় বিলিয়ন ডলার অর্থের তহবিল জব্দ করে। অপরদিকে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক তহবিল সংস্থা-আইএমএফ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আফগানিস্তানের উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ প্রদান স্থগিত করে।

ইরান ও রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করবে তালেবান : মুখপাত্র

ইরান ও রাশিয়ার সাথে আফগানিস্তানের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক শক্তিশালী করার প্রত্যয় জানিয়েছে দেশটির ক্ষমতাসীন তালেবান। এ গোষ্ঠীর মুখপাত্র জবিহউল্লাহ মুজাহিদ বলেছেন, ইরানের সাথে তালেবানের নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো মতবিরোধ নেই এবং তেহরানের সাথে সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করতে চায় কাবুল।

জবিহউল্লাহ মুজাহিদ তালেবান মুখপাত্রের পাশাপাশি বর্তমান আফগান সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপমন্ত্রীরও দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি শুক্রবার কাবুলে এক সংবাদ সম্মেলনে রাশিয়ার সাথে আফগানিস্তানের সম্পর্ক নিয়েও কথা বলেন।

তিনি বলেন, তালেবানের নেতৃত্বাধীন সরকার রাশিয়ার সাথে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

রাশিয়া জাতিসঙ্ঘের সাথে মধ্যস্থতা করে তালেবান গোষ্ঠীর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলো প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে উগ্র গোষ্ঠী আইএস নিয়েও কথা বলেন তালেবান মুখপাত্র। মুজাহিদ বলেন, আমেরিকা আফগানিস্তানের মাটিতে আর কোনো হামলা চালাবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তালেবান গত ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ করে। আর এর মাধ্যমে দেশটিতে আমেরিকার ২০ বছরের সামরিক উপস্থিতির চরম অপমানজনক অবসান ঘটে।

কাবুলে ডব্লিউএইচও প্রধান

আন্তর্জাতিক সহায়তার আহ্বান তালেবানের

আফগানিস্তানে ত্রাণ সহায়তা দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে তালেবান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান টেড্রোস আডানোম গেব্রিয়াসিসের সঙ্গে তালেবান নেতাদের এক বৈঠকের সময় এই আহ্বান জানানো হয়েছে। কাবুল সফরের সময় ডব্লিউএইচও প্রধান আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোল্লা হাসান আখুন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন। আফগান প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি স্বাস্থ্য খাত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রাণ সহায়তা না দেয়, তাহলে আফগানিস্তান মানবিক সংকটের মুখে পড়বে।'

বেশ কয়েকটি দেশ ও প্রতিষ্ঠানে আফগান সরকারের জব্দ হয়ে থাকা সম্পদ ছাড় করারও আহ্বান জানান আফগান প্রধানমন্ত্রী। ডব্লিউএইচও প্রতিনিধি দলকে তিনি বলেন, 'চাপে সমস্যার সমাধান হবে না, আলোচনার মাধ্যমে তা হতে পারে। এখনও যেসব

নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে, সেগুলো প্রত্যাহার হওয়া উচিত।' তালেবান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ডব্লিউএইচও প্রতিনিধি দলটি জানিয়েছে তারা আফগানিস্তানে মানবিক সংকট এড়ানোর চেষ্টা চালাবে তারা। এছাড়া সহায়তা বাড়ানোরও চেষ্টা করা হবে।

শোকবাণী

তরিকুল ইসলাম চৌধুরী এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও ফরিদপুর অঞ্চলের টিম সদস্য জনাব শামসুল ইসলাম আল-বরাটির ছোট ভাই জনাব তরিকুল ইসলাম চৌধুরী ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর ৫৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী ও দুই নাবালক পুত্র সন্তানসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ২৪ সেপ্টেম্বর বাদ এশা রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার বরাট নামক গ্রামের নিজ বাড়িতে জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

জনাব তরিকুল ইসলাম চৌধুরীর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, জনাব তরিকুল ইসলাম চৌধুরী একজন গুণী মানুষ ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে ক্ষমা ও রহম করুন এবং তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন। তার গুণাহখাতাগুলোকে ক্ষমা করে দিয়ে নেকিতে পরিণত করুন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন।

অধ্যাপক আবু আইয়ুব আনসারী মোঃ আল বেরুনি এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দিনাজপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা শাখার আমীর জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলামের ছোট ভাই ও বিরামপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবু আইয়ুব আনসারী মোঃ আল বেরুনি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৮টায় ৫১ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ২০ সেপ্টেম্বর বাদ জোহর বিরামপুর সরকারি কলেজ মাঠে প্রথম জানাযা এবং হাকিমপুর উপজেলার দেবখণ্ডা নামক গ্রামের বাড়িতে দ্বিতীয় জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। অধ্যাপক আবু আইয়ুব আনসারী মোঃ আল বেরুনির ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, অধ্যাপক আবু আইয়ুব আনসারী মোঃ আল বেরুনিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা ও রহম করুন এবং তার কবরকে প্রশস্ত করুন। তার গুণাহখাতাগুলোকে ক্ষমা করে দিয়ে নেকিতে পরিণত করুন। তার জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন।

শোকবাণীতে তার শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে এ শোকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করুন।

জনাব হাবিবুর রহমান এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জয়পুরহাট জেলা শাখার আমীর ডা. ফজলুর রহমান সাঈদের বড় ভাই জনাব হাবিবুর রহমান প্যারালাইস্‌ড অবস্থায় ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ৭৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ২০ সেপ্টেম্বর বাদ জোহর জয়পুরহাট সদরের কুজিশহরে জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর ছোট ভাই জয়পুর জেলা জামায়াতের আমীর ডা. ফজলুর রহমান সাঈদ।

জনাব হাবিবুর রহমানের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, জনাব হাবিবুর রহমানকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা ও রহম করুন এবং তাদের কবরকে প্রশস্ত করুন। তার গুণাহখাতাগুলোকে ক্ষমা করে দিয়ে নেকিতে পরিণত করুন। তার জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন।

শোকবাণীতে তার শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে এ শোকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করুন।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের ইন্তেকালে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান পৃথক পৃথকভাবে শোকবাণী দিয়েছেন :

১. দ্বীন মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর ফারুক (৬২), সদস্য (রুকন), বাঁশখালী উপজেলা, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা।
২. বিলকিস আক্তার সুমি (২৮), মহিলা সদস্য (রুকন), লক্ষ্মীপুর শহর শাখা।
৩. রেহানা আক্তার (৬০), মহিলা সদস্য (রুকন), লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা।
৪. মাওলানা কেরামত আলী (৬২), প্রবীণ সদস্য (রুকন), বেলকুচি উপজেলা শাখা, সিরাজগঞ্জ জেলা।
৫. মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য, কলমাকান্দা উপজেলা শাখা, নেত্রকোনা জেলা।
৬. রেবেকা খাতুন (৪৮), মহিলা সদস্য (রুকন), শালিখা উপজেলা শাখা, মাগুরা।
৭. মোঃ কামাল মিনা (৪৪), সদস্য (রুকন), বাঘারপাড়া উপজেলা, যশোর পূর্ব সাংগঠনিক জেলা।
৮. মুহাম্মাদ মোকাদ্দেস আলী (৮০), সদস্য (রুকন), খুলনা মহানগরী শাখা।
৯. গোলাম মোস্তফা ফরিদ (৭৭), সদস্য (রুকন), গোবিন্দপুর উপজেলা, বগুড়া পশ্চিম সাংগঠনিক জেলা।
১০. মোঃ ফরহাদ হোসেন (৬১), সদস্য (রুকন), সদর পৌরসভা, ফরিদপুর জেলা।
১১. বিলকিস আক্তার সুমি (২৮), মহিলা সদস্য (রুকন), লক্ষ্মীপুর শহর শাখা।

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী